জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নতুন দায়িত্ব

রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। তিনি অসীম রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত

শক্তি হারাবে দিতওয়াহ

সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি এসেই শক্তি হারাবে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহ। স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সরাসরি কোনও প্রভাব নেই বাংলায়। হাওয়ার গতি পরিবর্তনে তাপমাত্রার তারতম্য শুরু হয়েছে

এসএসসির নতুন নিয়োগে সুপ্রিম কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ করবে না

হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান পদে বহাল জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৭ ● ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 187 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 2 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ সংশোধনাগার থেকে মুক্ত হলেন সোনালি বিবি-সহ পরিবারের ৬ জন। সোমবার।

সেবাশ্রয়-২ শিবিরের উদ্বোধন করে অভিষেকের তোপ

৫ প্রশ্নের জবাব নেই তাই বলছেন ‘ড্রামা’

মণীশ কীর্তনিয়া ● মহেশতলা

সংসদে বিরোধীদের সরব হওয়া ও প্রতিবাদকে ‘নাটক’ বলায় প্রধানমন্ত্রীকে ধুয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মহেশতলায় সেবাশ্রয় (দ্বিতীয় ক্যাম্প) উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, এসআইআর চলাকালীন ৪০ জন মানুষের (বিএলও-সহ) মৃত্যুর দায় কেন্দ্রের সরকার কেন নেবে না?

সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদে নাটক করার অভিযোগ তোলেন। কার্যত এসআইআর নিয়েই সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সুর চড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। প্রধানমন্ত্রীর সেই ‘নাটক’-কটাক্ষের জবাব দিলেন সংসদে তৃণমূলের দলনেতা। অভিষেকের দাবি, বিরোধীরা কোন প্রশ্ন তুলছে? অন্তত একটি বিতর্ক বা আলোচনা হোক এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে। এটাকে কি নাটক মনে করেন? যদি প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপি নেতারা মনে করেন মানুষের সঠিক প্রশ্ন বা মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা নাটক, তাহলে মানুষই তাঁদের উত্তর দেবেন।

অভিষেক বলেন, এসআইআর-ইলেক্টোরাল প্রসেস নিয়ে কথা বললে সেটা ড্রামা! এসআইআর যেভাবে হচ্ছে তাতে ৪০ জন্য মারা গিয়েছেন। কোথায় দায়বদ্ধতা সরকারের! এটা নাটক! পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা ঢুকে পড়ছে, মানুষ মারছে। দিল্লিতে বিস্ফোরণ হচ্ছে! কোথায় সরকারের দায়বদ্ধতা? রাজ্যের টাকা আটকে রাখলে সেটা নিয়ে কথা বললে সেটাও নাটক! কমিশনের দায় নেই এত মানুষের মৃত্যুতে? প্রশ্ন অভিষেকের। তাঁর কথায়, বিএলওদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। ভোটার ডিজিটাল লিস্ট (এরপর ১০ পাতায়)

মহেশতলা। সোমবার। সেবাশ্রয়-২ ক্যাম্প। শিশুকে আদর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সোনালিরা বাংলাদেশি! ‘সার’ ফর্ম ফিলআপ বাবা-মায়ের

সৌমেন্দু দে ● বীরভূম

মুখ পুড়ল বিজেপির। তারাই বলছে বাংলাদেশি। কিন্তু নথি বলছে ভারতীয়। এসআইআর ফর্ম পেয়ে তা পূরণ করে জমাও দিয়েছেন সোনালি বিবির পরিবার। এখন প্রশ্ন উঠেছে, এঁরা

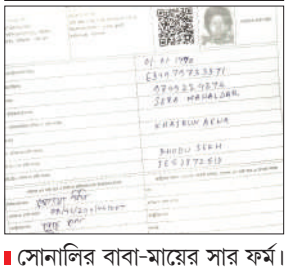

সোনালির বাবা-মায়ের সার ফর্ম।

যদি বাংলাদেশি হবেন, তবে এঁদের পরিবারের বাকি সদস্যরা এসআইআর ফর্ম পেলেন কীভাবে? এর উত্তর নেই বিজেপির কাছে। ঘটনাচক্রে সোমবার রাতেই জামিন পেয়েছেন (এরপর ১০ পাতায়)

বকেয়া মেটাক, বিএলওদের ৬০ হাজার পারিশ্রমিক হবে

প্রতিবেদন : বাংলায় অপরিকল্পিত এসআইআরে বিএলও-দের ঘাড়ে বন্দুক রেখে খেলছে নির্বাচন কমিশন। অথচ তারা সেই বিএলও-দেরই কোনও দায়িত্ব নিচ্ছে না! তাঁদের বেতন বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেও তা ঠেলে দিয়েছে রাজ্যের ঘাড়ে। এবার এ-প্রসঙ্গেই নির্বাচন কমিশনকে পাল্টা শর্ত দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলার বকেয়া দিক কেন্দ্র, তাহলে ৬০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক (এরপর ১০ পাতায়)

৭ বছরের বঞ্চনার তথ্য তুলে বিজেপিকে ‘জমিদার’ কটাক্ষ

প্রতিবেদন : ফের একবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে মোদি সরকারকে একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন গত ৭ বছরের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তোপ, জিএসটি লাগু হওয়ার পরে বাংলা থেকে কেন্দ্রের সরকার ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের মাধ্যমে বাংলার গবির মানুষকে শোষণ করে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১২৫ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। তার পরেও বাংলার ২ লক্ষ কোটি টাকা প্রাপ্য (এরপর ১০ পাতায়)

বাংলা থেকে কেন্দ্রের জিএসটি আদায়

আর্থিক বর্ষ	টাকা (কোটি)
২০১৭-১৮	৬৩,৪০৭
২০১৮-১৯	৮৪,৪১৯
২০১৯-২০	৮৪,০১৫
২০২০-২১	৮০,০০৪
২০২১-২২	১,০১,৬৭৩
২০২২-২৩	১,১৩,৬২১
২০২৩-২৪	১,২২,৯৮৮
২০২৪-২৫	১,২০,০০০

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

আপন

জয় জোহার আর জয় আদিবাসীর
মিঠে মিলন প্রাঙ্গণ
ভালোবাসার পবিত্র শ্রদ্ধার মোহনায়
উপাসনার অঙ্গন।
সিঙ্গি ডাইই—মারাবে গোমকে
সম্মাননা স্থাপন।
মাটির ধরার সর্বোচ্চ অলঙ্কার
ডুয়ার্সে উপস্থাপন।
আপ্লুত হলাম, অভিষিক্ত হলাম
হলাম ওদের আপন।
মাটির ধরণী আমার সরণি
বরেণ্য আদিবাসীজন।

উন্নয়নের কাজ যেন আটকে না থাকে : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে মাঠে নামা জেলাশাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিওদের বাড়তি চাপের বিষয়টি স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশে আশ্বাসবার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন

থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সব জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই আচমকা বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, বৈঠকে যোগ দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এসআইআর (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 December, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৫ সন্তোষ দত্ত (১৯২৫-১৯৮৮) এদিন জন্ম নেন। তিনি বাংলা ছবির সর্বকালের সেরা অভিনেতাদের একজন। বেশিরভাগ দর্শক তাঁকে মনে রেখেছেন 'ফেলুদা' সিরিজের জটায়ু অথবা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর শুন্ডি রাজা হিসেবে। পেশাজীবনে ক্রিমিনাল ল'ইয়ার হিসাবে আদালতে সওয়াল করতেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সন্তোষ দত্ত প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তুখড় ইংরেজিতে একের পর এক

প্রশ্নবাণে ধরাশায়ী করে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে গুলিয়ে যেত, এই লোকই সত্যজিৎ রায়ের ছবির সেই চরিত্র, যে, একটা সঠিক ইংরেজি বলতে গিয়ে দশবার হোঁচট খেয়েও শেষমেশ অবধারিত ভাবেই ভুল বলে! কিংবা প্রচণ্ড সিরিয়াস কন্ডিশনে দুরন্ত টাইমিংয়ে ফেলুদা আর তোপসের মাঝে জবুথবু হয়ে বসে হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে, "উট কি কাঁটা বেছে খায়?" এটা সন্তোষ দত্তই পারতেন।

১৯১৮ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮) এদিন প্রয়াত হন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তিনিই প্রথম ভারতীয় ভাইস চ্যান্সেলর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছিলেন। ১৬ বছর বিচারকের কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা আবশ্যিক করার এবং বাংলা মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টায় তাঁর বিপুল অবদান ছিল। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে অনবদ্য বক্তৃতা করেন।

১৮৮০ ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) এদিন কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষরূপে কর্মজীবন শেষ করেন। কিছুদিন বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। সন্তদের বাণী, বাউল গান ও সাধনতত্ত্ব সংগ্রহে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'দেশিকোত্তম' উপাধি পান। বিশ্ববিখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর নাতি।

১৮৯৮ ইন্দ্রলাল রায় (১৮৯৮-১৯১৮) এদিন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে বাবার সঙ্গে বিলাত যান। তিনিই ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে প্রথম বাঙালি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মান 'ডিএফসি' উপাধি লাভ করেন। ৭টি শত্রু বিমান ধ্বংস করার পর ফ্রান্সের ক্যালে অঞ্চলে নিহত হন। তাঁর কবরে লেখা আছে, 'মহাবীরের সমাধি, সম্ভ্রম দেখাও, ছুঁয়ো না'।

২০০১ মার্কিন সংস্থা এনরন দেউলিয়া হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে এদিন আদালতের দ্বারস্থ হয়। হিসাবনিকাশে ব্যাপক দুর্নীতি সামনে আসার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। একদা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম বৃহত্তম সংস্থা ছিল এটি। মূলত বিদ্যুৎ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল তারা।

১৮০৪ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হলেন এদিন। অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোপ সপ্তম পায়াস।

১৯৯১ বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১) এদিন প্রয়াত হন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চাই'। 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাস তাঁর অন্যতম গ্রন্থ। এরপর রেলের চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। তার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'একক দশক শতক', 'চলো কলকাতা', 'পতি পরম গুরু', 'বেগম মেরী বিশ্বাস' ইত্যাদি। পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। 'সাহেব

বিবি গোলাম' উপন্যাসে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি সমাজের ছবি তুলে ধরেছিলেন। বাড়ির কর্তা নানা বিলাসিতায় দেদার টাকা খরচ করেন। বাইজি বাড়িতেও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করেন অথচ বাড়ির মেয়েদের রাখা হয় বজ্রআঁটুনির মধ্যে। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী বলেছিলেন, 'এ বই নোবেল পাওয়ার যোগ্য।'

১ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৫৬৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৪৭	৮৮.৬৫
ইউরো	১০৫.৪৮	১০৩.৩০
পাউন্ড	১১৯.৮৪	১১৭.৫৫

নজরকাড়া ইনস্টা

পায়েল সরকার

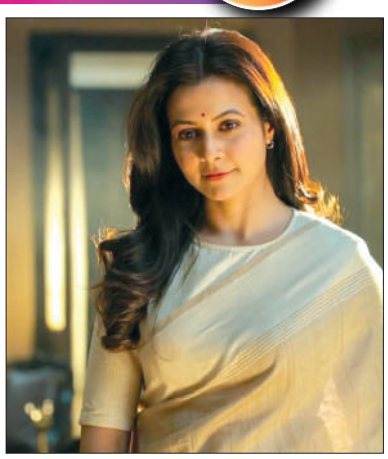

কোয়েল

কর্মসূচি

■ কোচবিহার ২ নং ব্লকের গোপালপুর অঞ্চল নিয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংগঠনিক সভা। বক্তব্য রাখছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭২

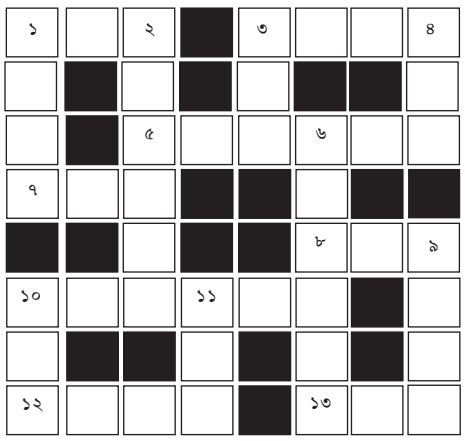

পাশাপাশি : ১. মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বের অন্তর্গত পরিচ্ছেদ ৩. ইস্পাত ৫. রক্ত সঞ্চলন ৭. কুঠার, কুড়ুল ৮. রাজা ১০. দুধ জমানো বরফ ১২. পান ব্যবসায়ী ১৩. শব্দায়মান।

উপর-নিচ : ১. রাগবিশেষ ২. দুই কবিওয়ালার মধ্যে গানে গানে বাদপ্রতিবাদ ৩. রেকাবি ৪. সংগতিপন্ন, অভাব নেই এমন ৬. বিখ্যাত দরবেশ ৯. চন্দ্র, চাঁদ স্বীকৃতি ১১. গচ্ছিত বস্তু।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭১ : পাশাপাশি : ১.খণ্ডপাল ৩. আমেন ৫. দোস্ত ৬. শুমার ৮. কই ১০. সাকিন ১১. সিয়াম ১৩. লব ১৫. রমেশ ১৮. জাম ১৯. মাকেন ২০. নাথবান। **উপর-নিচ :** ১. খগান্তক ২.পাংশু ৩. আস্ত ৪. নক্ত ৫. দোরসা ৭. অনল ৯. ইসিজি ১২. ভরম ১৪. বলিদান ১৬. শপথ ১৭. মামা ১৮. জান।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসতে পারবেন না যাদবপুরের সমাবর্তনে। জানিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। তাঁকে এবার ডিলিট দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়

আমার শহর

2 December 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

উন্নয়নমূলক প্রকল্প বার্ষিক রিপোর্ট কার্ড দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিজি রাজীব কুমার-সহ সব দফতরের সচিবদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া জেলাশাসকরাও ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেবেন।

বৈঠকে প্রতিটি দফতরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বার্ষিক রিপোর্ট কার্ড পেশ করা হবে। বিভিন্ন প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, আর্থিক ব্যয়, কাজের গতি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখা হবে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। চলতি অর্থবর্ষে যে সব দফতরে কাজের গতি ধীর, সেই দফতরের আধিকারিকের কাছে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জানতে চাইবেন কেন কাজের গতি বাড়ানো যায়নি। এদিকে এই বৈঠকের আগে সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্ন থেকেই সব জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে একটি প্রস্তুতিমূলক বৈঠক সেরেছেন। সেখানে প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পের সমন্বয়, বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা এবং সমাধানমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

মানবাধিকার কমিশনে পুনর্বহাল জ্যোতির্ময়ই

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদন : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হিসাবে নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। তিনি পূর্বতন লোকায়ুক্ত অসীম রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচকমণ্ডলীর বৈঠকে তাঁর নাম চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বৈঠকে যোগ দেননি বিরোধী দলনেতা। এছাড়া রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবেও পুনরায় দায়িত্ব পেলেন যথাক্রমে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও মধুমতী মিত্র। নবনিযুক্ত লোকায়ুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত বর্তমানে রাজ্যের রিয়াল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (রেরা) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে কর্মরত। নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় প্রশাসনিক মহলে তাঁকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী হবে। এদিকে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও মধুমতী মিত্রকে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববর্তী দায়িত্বপালনের দক্ষতাকে বিবেচনায় করেই।

চোরের মায়ের বড় গলা, অভিযোগকারী বিপ্লবীর নামই সিবিআইয়ের চার্জশিটে

প্রতিবেদন : কথায় আছে, চোরের মায়ের বড় গলা! গতবছর আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে যে আখতার আলি গলা ফাটিয়েছিলেন, আরজি করের সেই প্রাক্তন ডেপুটি সুপারের নামও এবার জুড়ে গেল সংশ্লিষ্ট মামলায়। সোমবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে আরজি করের আর্থিক লেনদেনে কারচুপি মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর সেই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি ও জনৈক শশীকান্ত চন্দকের নাম। এই শশীকান্ত পেশায় ঠিকাদার বলে জানা গিয়েছে।

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে ২০২৩ সালে সরব হয়েছিলেন হাসপাতালের তৎকালীন ডেপুটি সুপার (নন-মেডিক্যাল) আখতার আলি। গতবছর ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা সামনে আসার পর নতুন করে অভিযোগ তোলেন আখতার। সেইসময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে তদন্তভার দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু তদন্তে নেমে অভিযোগকারী সেই আখতার আলির নামই বারবার উঠে এসেছে বলে খবর সিবিআই সূত্রে। এই মামলায় ইতিমধ্যেই সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা, আফসার আলি খান ও আশিস পাণ্ডের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল সিবিআই। এবার সেই মামলায় স্বয়ং 'অভিযোগকারী'র নামও যুক্ত করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকে কালিয়াগঞ্জ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার পদে ছিলেন আখতার। সম্প্রতি আরজি করের আর্থিক অনিয়ম মামলায় নাম ওঠায় আখতার আলিকে সাসপেন্ড করে স্বাস্থ্য দফতর। বিজ্ঞপ্তি জারি করে আখতারকে সাসপেন্ড করার কারণও ব্যাখ্যা করে স্বাস্থ্য দফতর। জানানো হয়, আরজি করের ডেপুটি সুপার হিসাবে হাসপাতালের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনাবেচার তদারক করতেন আখতার। পদের অপব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রভাব খাটাতেন। এমনকী, হাসপাতালের সরঞ্জাম কেনাবেচার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এক সংস্থাকে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে লক্ষাধিক টাকা দাবি করেন আখতার। শুধু তাই নয়, ২০২০-২২ সালের মধ্যে আখতারের অ্যাকাউন্টে প্রায় দু'লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার হিসেব বহির্ভূত লেনদেন হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টেও ৫০ হাজার টাকা ঢুকেছিল সেইসময়। এইসব বিষয় খতিয়ে দেখার পরই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। কারণ, সিবিআইয়ের হাতেও সেইসব তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে। এবার সেই আখতারের বিরুদ্ধেই আর্থিক অনিয়ম মামলায় চার্জশিট দিল সিবিআই।

গদ্দারকে গো-ব্যাক স্লোগান বিএলওদের

প্রতিবেদন : এসআইআর-চাপে মৃত বিএলওদের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে চলছে বিক্ষুব্ধ বিএলওদের ধরনা-অবস্থান। তার মধ্যেই সোমবার এসআইআর নিয়ে সিইও দফতরে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে বিএলওদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়লেন গদ্দার অধিকারী-সহ বিজেপি বিধায়কদের প্রতিনিধি দল। গদ্দারকে দেখেই সমস্বরে ওঠে 'গো-ব্যাক' স্লোগান তোলে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। পরিস্থিতি সামাল দেয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এক সময় বিক্ষোভকারী বিএলও-দের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। শেষমেশ বিক্ষোভের মধ্যেই সিইও অফিসে ঢোকে বিজেপির প্রতিনিধি দল। সেখানে গিয়ে গদ্দার ও তার প্রতিনিধিরা নানা ভুয়ো তথ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে। গদ্দারের মিথ্যা নাটকের প্রত্যুত্তরে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, আসলে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। অর্ধেক জায়গায় বিএলএ-২ নেই, লোকজন নেই, নিধিরাম সর্দার। কোনও সমস্যা তৈরি হলে বিএলএ-২ বলে দেবে। তাদেরকেও অন্য পাড়া থেকে আনতে হচ্ছে। সেখানেও লোকজন মিলছে না। অগত্যা ক্যামেরা নিয়ে নাটক তো করতেই হবে।

জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্র শিবির

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিপুল চাহিদা। চাহিদা সামলাতে শহরবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদানে এবার বিশেষ জোর দিল কলকাতা পুরসভা। সোমবার থেকে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ বাড়তি তৎপরতার সঙ্গে কাজ শুরু করল। বাড়ানো হয়েছে অনলাইন এবং অফলাইন আবেদন গ্রহণের পরিমাণও। এতদিন যেখানে পুরসভার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে দিনে ১৫৬টি আবেদন অনুমোদন পেত, সোমবার থেকে সেটা দ্বিগুণ করা হল। বাড়তি ব্যবস্থা নিতেই পুরসভার শংসাপত্র প্রদান রুমে জনসাধারণের ভিড় কয়েকগুণ বাড়ল।

মুখ্যমন্ত্রী-অভিষেকের কাছে কৃতজ্ঞ : সোনালি

প্রতিবেদন : বাংলা বলার 'অপরাধে' অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ ৬ জনকে জোর করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল বিজেপির পুলিশ। সোমবার সেই সোনালি খাতুনকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিল বাংলাদেশের আদালত। এদিন ৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে সোনালি-সহ ৬ জনকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ আদালত। জেলমুক্তির পর সোনালি জানিয়েছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের জন্যই আজ ভিনদেশের জেল থেকে মুক্তি পেলাম! যদিও জেলমুক্তি হলেও এখনই দেশে ফিরতে পারছেন না বীরভূমের সোনালিরা। ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের আদালতে মামলার শুনানিতে তাঁদের হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সুপ্রিম কোর্টেও সোনালি-মামলার শুনানি ছিল। শীর্ষ আদালত এদিন ফের কেন্দ্রকে বিষয়টি মানবিকতার দিক থেকে বিচার করে দ্রুত সোনালিদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে।

রেকর্ড ভিড় নিয়েই শুরু হল বিধাননগরের মেলায়

প্রতিবেদন : শীতের আমেজে মেলার আনন্দ। স্টলে স্টলে ভিড়, খাওয়া-দাওয়া, কেনাকাটি। সোমবার উদ্বোধনের দিনই রেকর্ড ভিড় প্রমাণ করল বিধাননগর মেলা শহরবাসীর কাছে আবেগ। দেশ-বিদেশের হরেক পশরা নিয়ে শুরু হল বিধাননগর মেলা। বিধাননগর সেন্ট্রাল পার্ক বইমেলা প্রাঙ্গনে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বোস, ডাঃ শশী পাঁজা, রথীন ঘোষ, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, জয়প্রকাশ মজুমদার প্রমুখ। বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, বাংলার হাতের কাজ, কৃষ্টি-সৃষ্টিকে তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য জুড়েই বিভিন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। অনেক মানুষের রুজিরোজগার জরিয়ে রয়েছে এই মেলাগুলিতে। বিধাননগর মেলা শুধু মেলা নয়, শহরবাসীর কাছে আবেগও। প্রতিবছর শীত পড়তেই সকলেই অপেক্ষায় থাকেন বিধাননগর মেলার। তবে এবারের মেলা শুরুর দিনই হিট এটা বলা যেতে পারে।

শুরু হল বিধাননগর মেলা। সোমবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুজিত বোস, ডাঃ শশী পাঁজা, রথীন ঘোষ, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, জয়প্রকাশ মজুমদার প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 December, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উচিত শিক্ষা

কেন্দ্রের বিজেপির জোট সরকারকে কেন স্বৈরাচারী বলা হয়, তার প্রমাণ মিলছে বারবার। দেশে একের পর এক অস্থির পরিবেশ তৈরি করছে কেন্দ্র, আর তারপর 'ড্রামা' করছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন স্বৈরাচারী বলা হচ্ছে? কেন্দ্রের এই সরকার মুখে বলে আদালতের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। অথচ এরাই সবচেয়ে বেশিবার আদালতের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। ধরা যাক একশো দিনের কাজের মামলা। রাজ্য আদালতে যাওয়ার পর কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, এখনই বাংলার টাকা দিক কেন্দ্র। সেই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে এখনও একটি টাকাও দেওয়া হয়নি। কেন? জবাব নেই কেন্দ্রের কাছে। দেশ চালাচ্ছে বিজেপি জোর যার মুলুক তার ভঙ্গিতে। এখানেই শেষ নয়। বাংলার বাসিন্দা সোনালি বিবি সহ ৬ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কোনও উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশ জেল থেকে সোমবার তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন। অথচ তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কোনও পদক্ষেপ নেই। বিএসএফ সহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যে অন্যায়ভাবে, জোর-জবরদস্তি করে, বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে সোনালিদের বাংলাদেশ পাঠিয়েছে, সেটা প্রমাণিত। এখন ওদের আঁতে লাগছে। বাংলাদেশ সরকার বলছে সোনালিরা বাংলাদেশি নন, তার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘুম ভাঙছে না। চক্রান্ত কত ধরনের হয় প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এসআইআর বলে দিচ্ছে সোনালির বাবা-মা-ভাই-কাকা, সকলের নাম রয়েছে ২০০২-এর ভোটার তালিকায়। মুরারই বিধানসভার ১৪৮ নম্বর পার্টে তাঁদের নাম জ্বলজ্বল করছে। বাবা-মা যদি ভারতীয় হন, তাহলে তাঁদের মেয়ে কী করে বাংলাদেশি হন? আর যাই হোক সোনালিদের তো বিদেশে জন্ম নয়! তাহলে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন, এরা নিজেদের জমিদার ভাবতে শুরু করেছে। ভোটাররা শাসক নির্বাচিত করবেন, এটা বিজেপির পছন্দ নয়। বিজেপি নতুন করে সংবিধান লিখতে চাইছে। তারা ভোটার নির্বাচিত করার খেলায় নেমেছে। এই স্বৈরাচারী মনোভাবের জবাব দেবেন বাংলার মানুষ। এসআইআরের পরেও বাংলায় বিধনসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস শুধু বিশাল ব্যবধানে জিতবে তাই নয়, প্রত্যেকটি চক্রান্তের জবাব দিয়ে বহিরাগতদের উচিত শিক্ষা দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

প্রতিবাদকে নাটক বলছে কোন লজ্জায়!

সোমবার সকালে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে নয়াদিল্লিতে বক্তব্য রেখেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের প্রতিবাদকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। কারা নাটক করছে তা গোটা দেশ দেখতে পাচ্ছে। এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন করলেই নাটক বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছে কারণ তাঁদের কাছে ঠিকঠাক জবাব নেই। আদালতের নির্দেশের পরও কেন্দ্র কেন ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে এই প্রশ্নও তোলেন তিনি। বলেন, আমরা এসআইআরের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এত তাড়াহুড়ো কীসের? বাংলায় এসআইআর হলে ত্রিপুরায়, মেঘালয়ে হচ্ছে না কেন? এসআইআরের জন্য বিএলওদের কোনও ট্রেনিং হয়নি? এসআইআরের চাপে ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের পরিজনেরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাইছে। জানান, দিল্লিতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। তৃণমূলের পক্ষ থেকে কমিশনের সামনে পাঁচটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। যার জবাব এখনও পর্যন্ত মেলেনি। বিজেপি কী ভাবে আগে থেকেই ১ কোটি মানুষের নাম বাদ যাওয়ার কথা বলছে? নিজেদের বুথস্তরে সংগঠন নেই তাই বিজেপি ভাবছে এসআইআর-এর মাধ্যমে বাংলা দখল করা যাবে। বিজেপি নিজেদের নেতা-কর্মীদেরই ধরে রাখতে পারে না। তারা আবার না কি বাংলা দখল করবে! আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপরিত্বে এসআইআর-এর পরও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের আসন বাড়বে।

—স্বপনকুমার নাগ, বউবাজার, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বর্তমানকে খোলা চিঠি প্রথমের

নাহ্! এরকম চিঠি কস্মিনকালেও লেখেননি নেহরু। সে সুযোগই পাননি। জওহরলাল যখন প্রয়াত হন, তখন নরেন্দ্র মোদির বয়স ছিল কমবেশি ১৪ বছর। সাবালকত্বও অর্জন করেননি, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা তো দূরস্থ। বেঁচে থাকলে এখন নেহরুর বয়স হত ১৩৬ বছর। এত দীর্ঘায়ু ভারতীয় সচারচর দেখা যায় না। সুতরাং এখন এরকম চিঠি লেখার সম্ভাবনা নেহরুর পক্ষে কোনওদিনই তৈরি হয়নি। তবু, তবুও, ২০২৫-এ জীবিত থাকলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিকে এরকমই একটি চিঠি লিখতেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এমন অনুমান বোধকরি অসঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ স্মর্তব্য, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের নানা বিষয়ে চিঠি লেখার অভ্যাস নেহরুর ছিল। ইতিহাসসিদ্ধ সেই অভ্যাসের কাল্পনিক রূপ এই পত্র। লিখছেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

প্রিয় নরেন্দ্র,

একদা আমি যে দায়িত্ব বহন করেছি, এখন সেই দায়িত্ব আপনার ওপর। মধ্যবর্তী সময়ে চারপাশের পৃথিবীতে বদল এসেছে অনেক। এইসব পরিবর্তন অনেকাংশেই অনপনেয়। তবু দুটি প্রশ্ন, আমার-আপনার ভারতবর্ষে শাশ্বতই রয়ে গিয়েছে—

(১) ক্ষমতার উদ্দেশ্য কী?

(২) কোন ধরনের দেশ গঠন আমাদের লক্ষ্য?

আমাদের সংবিধানে যে ধরনের ভারতের কথা বলা হয়েছে, তা এক নীতিভিত্তিক দেশের অবয়ব। তা কোনওভাবেই ভোট-বাজারের কাঠামো নয়। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬-এ গণপরিষদের সামনে আমি বলেছিলাম, আমরা গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপের পক্ষে। এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সংবিধানে সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থনীতিক, গণতান্ত্রিক, সামাজিক, ন্যায় ও আইনের দৃষ্টিতে সমতা, কোনও কিছুই সেখানে উপেক্ষিত হয়নি। বরং এই বিষয়গুলোকেই ভিত্তিপ্রস্তর জ্ঞানে আমরা সংবিধান রচনায় ব্রতী হয়েছিলাম। স্বাধীনতা, সাম্য আর সৌভ্রাতৃত্ব— এই তিনটি বিষয়কে নির্ভর করে ভারত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার দিক নির্দেশক শক্তি হয়ে উঠবে, এমনটাই ভেবেছিলাম আমরা। অথচ আজ ধর্ম ও কৌম পরিচিতিকে হাতিয়ার করে বিভাজনের বীজ উপ্ত হচ্ছে। জনজীবনে রূঢ়তার প্রয়োগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। অসহিষ্ণুতা প্রকটতর হচ্ছে। নির্বাচনে সর্বজনীন অংশগ্রহণের ধারণাকে বর্জন করে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বর্জনকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা প্রাধান্য পাচ্ছে। ক্ষমতার হৃদিমূল থেকে সহানুভূতির উৎপাটন গণতন্ত্রের মূলগত ভাবনায় কুঠারাঘাত করছে। আমরা যে দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেখানে বিতর্ক গণতান্ত্রিক দর্শনের ভিত মজবুত করত। আর এখন বিতর্ককে, ভিন্ন মতের অবতারণাকে অবাঞ্ছিত আপদ বলে গণ্য করা হচ্ছে। সেখানে সংস্কারের পাঁচিলগুলোর চেয়ে জ্ঞানের মন্দিরের চূড়াগুলি উঁচু বলে মান্যতা পেত। আর এখন ভীতি হয়ে উঠছে বিশ্বাসের বীজ, সুরে সুর মেলানোটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশপ্রেমের শর্ত। যদি সরকার ভুলে যায় ক্ষমতা অর্জন হল উপায়, গন্তব্য নয়, তবে সেই সরকারের নৈতিক ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। আর সেটাই এখন হচ্ছে।

গণতন্ত্রে জনগণের সম্মতিই ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। ক্ষমতার প্রয়োগ ও প্রদর্শনে সংযম তাকে শুদ্ধতর করে তোলে। পক্ষান্তরে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ঔদ্ধত্য, জয়ের গরলায়ন এবং দেশ ও শাসকের সমীকৃত হওয়াটা গণতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার সূচক। সত্যিকার নেতৃত্ব পরীক্ষিত হয় পরিষেবা প্রদানকালে নম্রভাব প্রদর্শনে, বিজয়-উত্তর পর্বে সংযত থাকার সূত্রে। ঘৃণার সাফল্য আমি দেখেছি আমার জীবদ্দশাতেই। দেশের অন্ধকারতম অধ্যায় রচিত হয়েছিল দেশভাগের সূত্রে। ট্রেন বোঝাই হয়ে স্টেশনে পৌঁছাত লাশ। অগণিত পরিবার সর্বহারায় পরিণত হয়েছিল তখন। প্রতিবেশী অভিযোজিত হয়েছিল শত্রুতে। প্রায় দেড় কোটি মানুষকে সীমান্ত পেরোতে হয়েছিল। দুই থেকে কুড়ি লক্ষ মানুষ নিহত হয়। আর, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮-এ প্রার্থনা সভায় নাথুরাম গডসের তিনটে গুলি চিরতরে স্তব্ধ করে দেয় মহাত্মার কণ্ঠ, তাঁর নৈতিকতার উচ্চারণ। আরএসএস এবং হিন্দু মহাসভা গান্ধীজিকে দেশভাগের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেছিল। নাথুরাম গডসের সঙ্গে সংস্রব ছিল তাদের। গডসে তাঁর স্বীকারোক্তিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচারক গান্ধিজীকে হত্যা করার জন্য কোনও অনুশোচনা দেখাননি, এতটুকু অনুতাপ ছিল না তাঁর মধ্যে। যাঁরা সেই নৃশংসতার সাক্ষী ছিলেন তাঁরা সর্বথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে দমনের পক্ষে সওয়াল করে গিয়েছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ছিল গান্ধিজির আদর্শ। তাঁর আদর্শকে সম্বল করেই আম্বেদকর আমাদের সাধারণতন্ত্রের রূপদান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারংবার সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, শিকল পরানো জাতি তার স্বাভাবিক সৃজনশীলতা হারায়। সংবিধান রচনাকালে সেই দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি।

আমরা জেনেছিলাম, দুটো বিষয়ের মূল্য সমধিক। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্মান। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, ক্ষয়িষ্ণু নৈতিকতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অথচ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, এরকম রাষ্ট্রও বেশিদিন টিকতে পারে না। আমরা দেখেছিলাম, বিশ্ব ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তার বিশাল আকৃতি বা বিপুল জনসম্পদের কারণে নয়, তার চিন্তা দর্শনের জন্য, সকল বিরুদ্ধতাকে অভিযোজিত করে আত্তীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অগ্রগমনের কারণে। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের প্রতি তন্নিষ্ঠ ছিল বলেই এটা সম্ভবায়িত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের সাধারণতন্ত্র গড়ে উঠেছে যুক্তিনিষ্ঠার সৌজন্যে, সংলাপে আস্থা রাখার কারণে, সকল নাগরিকের প্রতি মানবিক থাকার প্রয়াসে। বৈশিষ্ট্যগুলোই অপরাপর দেশের মধ্যে কালে কালে বিশিষ্ট করে তুলেছে ভারতকে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে কী বলেছিলাম, আজও তা মনে আছে। 'নিয়তির সঙ্গে অভিসার' শীর্ষক সেই ভাষণে আমি ঘোষণা করেছিলাম, 'আমরা যে যে ধর্মেরই মানুষ হই না কেন, আমরা সবাই সমানভাবে ভারতের সন্তান, আমাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার, সমান সুযোগ ও সমান দায়িত্ব আছে। বলেছিলাম, 'আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে বা সংকীর্ণ মানসিকতাকে উৎসাহিত করতে পারি না কারণ, কোনও জাতির সদস্যরা যদি চিন্তায় অথবা কর্মে সংকীর্ণচেতা হয়, তবে সেই জাতি কখনও বৃহৎ ও মহৎ হতে পারে না।'

কে কাকে নির্বাচনে পরাস্ত করল, সে কথা ইতিহাস মনে রাখবে না। ইতিহাস তাদের কথাই মনে রাখবে যারা বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে, দুর্বলকে রক্ষা করতে পারবে, যে মূল্যবোধগুলো ভারতীয় সভ্যতার আত্মাস্বরূপ সেগুলোকে আঁকড়ে থাকতে পারবে। মনে আছে, ১৯৫১-৫২-র সাধারণ নির্বাচনে আমি ২৫ হাজার মাইল জুড়ে ভারতের মোট জনসংখ্যার এক দশমাংশ, প্রায় ৩৫ লক্ষ দেশবাসীর মধ্যে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলাম। আমি জানতাম প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করা আমার কর্তব্য। একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্র লিখেছিল, যদি কোনও দেশ গণতন্ত্রের জন্য অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়, সে দেশ হল ভারত। ঝাঁপ দেওয়াটা বৃথা হয়নি। কারণ, বর্জন নয়, অন্তর্ভুক্তকরণে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলাম আমরা। বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম আলাপ-আলোচনার ওপর, বিদ্বেষ-বিভাজনের ওপর নয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের পরিবর্তে সংযম সেদিন অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল।

গণপরিষদে ভাষণদানকালে একদা বলেছিলাম, আমরা সেই ধরনের সরকারই এখানে প্রতিষ্ঠিত করব যা দেশবাসীর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় এবং তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশবাসীর লক্ষ্য, চরিত্র ও চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। যাঁরা অন্যরকম ভাবছেন, অন্যরকম ধর্মাচরণ করছেন এবং যাঁদের দেখতে অন্যরকম, তাঁদের প্রতি আমরা কীরকম ব্যবহার করছি, তাঁদের সম্পর্কে আমরা কী ধ্যানধারণা পোষণ করছি, সেটাই গণতন্ত্রের আসল মাপকাঠি। মহাত্মাজী পর নিধনের পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে আমি বলেছিলাম, আমাদের জীবন থেকে আলো অন্তর্হিত হল, চারিদিকে এখন কেবল অন্ধকার। কিন্তু নিজে বিশ্বাস করতাম, সেই আলো আরও সহস্র বৎসর স্থায়ী হবে। সেই আলো হল মহাত্মাজীর বাণী: হিংসা হিংসারই জন্ম দেয়; ঘৃণার শিকার হয় ঘৃণিত ও ঘৃণাকারী; আর সবাইকে আপন করে নেওয়ার মধ্যেই ভারতের শক্তি নিহিত।

এটা ঠিক, যে সাধারণতন্ত্রের নির্মাণ আমরা করেছিলাম তা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। চেষ্টা করেছিলাম যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে ভারতবাসী ভাবতে পারে। চেষ্টা করেছিলাম যাতে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থার চেয়ে বেশি কিছু বলে অনুভূত হয়। যাতে ভারতীয় গণতন্ত্র সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার এবং সকলের সমান সুযোগ প্রাপ্তির অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই উত্তরাধিকারই আপনার ওপর বর্তেছে। এটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আপনারই।

ইতি, শুভেচ্ছান্তে,
জওহরলাল নেহরু

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেবাশ্রয় ২-এর সূচনায় নানা মুহূর্তে অভিষেক

‘ডায়মন্ড হারবার আমার কর্মভূমি’

মণীশ কীর্তনিয়া

গতবছর সেবাশ্রয় ১-এর অভাবনীয় সাফল্যের পর এবার সেবাশ্রয়-২ শুরু হল। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফের লক্ষ লক্ষ মানুষ পাবেন বিনামূল্যে রোগ নির্ধারণ-চিকিৎসা ও ওষুধ পরিষেবা। এ ছাড়াও চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে অস্ত্রোপচার-সহ সবরকম ব্যবস্থা থাকছে এবারও। থাকছে বিশেষ মডেল ক্যাম্প। সোমবার সকালে মহেশতলা বিধানসভার নিউল্যান্ড মাঠে সেবাশ্রয় ২ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন তিনি। ঘুরে দেখলেন বিভিন্ন শিবির। শ্রদ্ধা জানালেন মহাপুরুষদের। কথা বললেন চিকিৎসকদের সঙ্গে। খুঁটিয়ে দেখলেন চিকিৎসা-ব্যবস্থা। রোগীর পাশাপাশি চিকিৎসকদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, এ-বিষয়েও কথা বললেন দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। এরপর চকচান্দুল ও মহেশতলা বিধানসভার একটি ক্যাম্প ঘুরে দেখেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, আমার জন্মভূমি কালীঘাট বা দক্ষিণ কলকাতা হতে পারে, কিন্তু আমার কর্মভূমি এই ডায়মন্ড হারবারের মাটি। ঈশ্বর যদি মৃত্যুর পরে

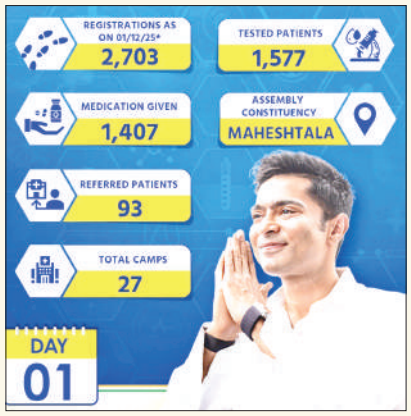

কোনওভাবে বিলীন না করে দেন, তাহলে বারবার আমি এই মাটিতেই ফেরত আসার কথা ভাবব। মানুষ আমাকে যে ভালবাসার ঋণে আবদ্ধ করেছেন, আমি এই মাটির কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তিনি জানান, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিবিরগুলি খোলা থাকবে। সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন সকলেই। আগে সেবাশ্রয় ৭৫ দিনে ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চলবে সেবাশ্রয় ২। এরপরও চলবে বিশেষ ক্যাম্প। সাধারণ মানুষের সেবা এবং পীড়িত-দুঃস্থ মানুষের আশ্রয়— এই আদর্শকে পাথেয় করেই দ্বিতীয়বারের সেবাশ্রয় ফিরেছে। প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, আগেরবার সেবাশ্রয়ে যাঁদের পাওয়ারের সমস্যা ছিল, এরকম প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে আমরা বিনামূল্যে চশমা তৈরি করে দিয়েছি। তাঁদের একজনকে চশমা নিতে ক্যাম্পে আসতে হয়নি, আমাদের প্রতিনিধিরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। সাংসদ হিসেবে নিজের দায়িত্ববোধের কথা মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, আমাদের সীমাবদ্ধ সামর্থ্য অনুযায়ী যখনই বোধ করতে পেরেছি যে কারও কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি। এটাই তো একটা জনপ্রতিনিধির কাজ। এদিন মহেশতলার ‘সেবাশ্রয় ২’ শিবিরে সকাল সকাল অসুস্থ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এক মহিলা। সাংসদ অভিষেককে কাছে পেয়ে বললেন, বছরের পর বছর তাঁর ছেলেকে গুরুতর অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করতে দেখার যন্ত্রণার কথা। সাংসদ আশ্বাস দেন— তাঁর ছেলেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে সবরকমের প্রচেষ্টা করবে টিম সেবাশ্রয়।

সব ‘এভিডেন্স’ আছে

কমিশনকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

প্রতিবেদন : পাঁচটি প্রশ্ন নিয়ে তৃণমূলের সাংসদদের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়েছিল। কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সোমবার সেবাশ্রয় ২-এর উদ্বোধনে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফের কমিশনকে একহাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেও করেছিলেন, এদিনও ফের চ্যালেঞ্জ করে বললেন, আপনারা এদিক-ওদিক কিছু লিক করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের কাছে যথেষ্ট ডিজিটাল প্রমাণ রয়েছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না। প্রয়োজনে আদালতেও প্রমাণ দিতে পারি। ওরা এখন এসআইআরের দিন বাড়িয়েছে। একে বলে বিলম্বিত বোধোদয়। গত শুক্রবার তৃণমূলের ১০ সাংসদের প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের মুখে পড়ে কার্যত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তার আগে সোমবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, দিল্লির বুকে এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনে নামবে তৃণমূল। সেজন্য ১০ সাংসদকে নিয়ে একটি টিম গড়ে দেন তিনি। শুক্রবার সকালে নির্বাচন কমিশনের দফতরে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন ডেরেক ও’ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, প্রতিমা মণ্ডল, প্রকাশচিক বরাইক ও সাকেত গোখলে।

দল যেখানে বলবে সেখানেই দাঁড়াব

প্রতিবেদন : শুধু নন্দীগ্রাম কেন, দল যদি দার্জিলিংয়ে দাঁড়াতে বলে, সেখানেই দাঁড়াব! সোমবার মহেশতলায় সেবাশ্রয় ২-এর সূচনা করে সাফ জবাব দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদের স্পষ্ট কথা, দল আমাকে যেভাবে কাজে লাগাবে, সেভাবে কাজ করব। নন্দীগ্রাম নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের মনের সুপ্ত বাসনা থাকতে পারে। কিন্তু তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত তৃণমূলই নেবে। এ-প্রসঙ্গে অভিষেকের আরও সংযোজন, দল আমাকে যেভাবে কাজে লাগাবে, সেভাবে কাজ করব। দল যদি বলে, নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে, দাঁড়াব। যদি বলে, দার্জিলিংয়ে দাঁড়াতে, তাহলেও সেটাই করব। অন রেকর্ড বলছি।

রাজ্য
2 December 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেবাশ্রয় ২-এর সূচনায় নানা মুহূর্তে অভিষেক

ছাব্বিশে আসন ও ভোট দুই-ই বাড়বে, চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

প্রতিবেদন : এসআইআরের পর বিজেপি যতই দিবাস্বপ্ন দেখুক, ছাব্বিশের ভোটে বাংলায় তৃণমূলের আসন ও ভোটসংখ্যা দুই-ই বাড়বে। সোমবার ডায়মন্ড হারবারে সেবাশ্রয় ২-এর উদ্বোধনে গিয়ে তুলোধোনা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, বাংলায় নাকি কমপক্ষে ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে। এসআইআরে সেই নাম বাদের আনন্দে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করার দিবাস্বপ্ন দেখছে বিজেপি। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এবারও তৃণমূলের আসনসংখ্যা গতবারের তুলনায় বাড়াতে সমর্থ হবে। এমনকী ভোটও বাড়বে তৃণমূলের।

এসআইআর নিয়ে তাড়াহুড়ো প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, আপনারা বলছেন ভোটার লিস্টে ম্যানিপুলেশন আছে। তার সঙ্গে এই তাড়াহুড়োর সম্পর্ক কী? এই ভোটার লিস্টেই তো আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। তা ছাড়া এই এসআইআরের উদ্দেশ্য কী? বেআইনি অনুপ্রবেশকারী তাড়ানো যদি প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর-

সহ সীমান্তবর্তী রাজ্যে যেখানে, অনুপ্রবেশ ঘটে, সেখানে কেন এসআইআর হচ্ছে না?

রাজ্যের তথাকথিত বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন ট্রেনি রাজ্য সভাপতি-সহ বিজেপির বড়-মেজ নেতাদের বাংলায় এক কোটি লোকের নাম বাদ যাওয়ার দাবি উৎখাত করে অভিষেক বলেন, এরা এত পারদর্শী কীভাবে? হাইকোর্ট কবে, কী নির্দেশ দেবে তা আগে থেকে বলে দেয়! কমিশন কত নাম বাদ দেবে, সব আগে থেকে বলে দেয়! ইডি, সিবিআই, কমিশনের ভরসায় ভোট জিতবে ভেবেছে বিজেপি। বুথস্তরে এদের সংগঠন নেই, ভাবছে এসআইআরের মাধ্যমে কমিশনের ঘাড়ে ভর দিয়ে বাংলা দখল করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, এসআইআরের পরও ২৬ সালের ভোটে বাংলায় তৃণমূলের আসন এবং ভোটসংখ্যা দুটোই বাড়বে। যদি তৃণমূলের আসন কমে, আমাকে যা শাস্তি দেবেন মাথা পেতে নেব। আর যদি বিজেপির আসন কমে, তাহলে আপনারা বলুন, সাতদিনের মধ্যে বাংলার বকেয়া মেটাবেন? সাহস থাকলে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করুন। অভিষেকের স্পষ্ট কথা, বিগত নির্বাচনগুলিতে বাংলার মানুষ দেখেছেন বিজেপির ভাঁওতা প্রতিশ্রুতি। তাই একুশের মতো এবারেও ওদের বাংলা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

কোর্টকেও অস্বীকার, এতই স্বৈরাচারী

বাংলাদেশের আদালতে জামিন সোনালি বিবির

প্রতিবেদন : বীরভূমের পরিযায়ী শ্রমিক সোনালি বিবির ভারতে ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল সোমবার। এদিন বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের আদালত ৫,০০০ টাকার বন্ডে সোনালি বিবি এবং তাঁর সঙ্গী আরও ৫ জন ভারতীয়র জামিন মঞ্জুর করে। আগামী বুধবার, ৩ ডিসেম্বর এই আদালতেই সশরীরে হাজিরা দিতে হবে সোনালি বিবিদের। তারপরেই জানা যাবে, কবে তাঁরা ভারতে ফিরতে পারবেন। এই ইস্যুতে সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলে দিয়েছে সোনালি বিবিরা ভারতীয় নাগরিক। কেন্দ্রীয় সরকারকেই তাঁদের ফেরানোর উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু তারপরও নিষ্ক্রিয় কেন্দ্র। অভিষেক বলেন, এই সরকার এতই স্বৈরাচারী যে এরা আদালতকেও মানে না! আদালত বলার পরও তারা কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। একই ভাবে আদালত নির্দেশ দেওয়ার পরও তারা একশো দিনের কাজ শুরু করতে দিচ্ছে না বাংলায়। এদিকে, সোমবারই নয়াদিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর এজলাসে সোনালি বিবিদের দেশে প্রত্যর্পণের মামলাটি মেনশনিং করেন আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে। অবিলম্বে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে দেশে ফেরানো হোক, তাঁর বাবা বদু শেখের তরফে এই আর্জি জানান আইনজীবী হেগড়ে। আগামী বুধবার তাঁরা এই মামলা শুনবেন বলে জানিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে তিনি বলেন, আমরা এই বিষয়ে আজই কোনও নির্দেশ জারি করছি না। আপনারা দেখুন, কত দ্রুত পদক্ষেপ করা যায়।

দিল্লিতে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিক ও ভারতীয় নাগরিক সোনালি বিবি ও তাঁর স্বামী বাংলায় কথা বলায় তাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দিয়ে গত জুন মাসে প্রথমে আটক করে দিল্লি পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাথরপ্রতিমার অচিন্ত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ঠাকুরান জঙ্গলের ধান খেতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেন বাসিন্দারা

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এর উদ্বোধনে মন্ত্রী

দু'বছরের কাজ দু'মাসে হচ্ছে কেন? ফুঁসে উঠলেন চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নবারাকপুর : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সোমবার নবারাকপুর পুরসভায় ২০টি ওয়ার্ডে ৬৭টি বুথ ভিত্তিক ২৩৭টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করলেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা-সহ বিশিষ্টরা। রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকেই এই প্রকল্পের চার কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই অর্থও চলে এসেছে বলে জানান পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। টেন্ডারও ডাকা হয়ে গিয়েছে। পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ঘ্যাসের মাঠ কালীচরণ কর শিশু উদ্যান থেকে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে ২৩৭টি কর্মসূচির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রকল্পের উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই এসআইআর নিয়ে সরব হন তিনি। মন্ত্রী বলেন, যে কাজ দু'বছর লাগার কথা সেই কাজ এক-দু'মাসে করাবার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে অকারণে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ বিএলওদের মৃত্যু, আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষও আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছে। বিজেপি নেতৃত্ব আগেভাগে কত কোটি এসআইআরে নাম বাদ যাবে সেই সংখ্যা কীভাবে বলছে তা নিয়েও মন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন। তিনি সাফ জানান, তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর বিরুদ্ধে নয়, এই অল্প সময়ে যে প্রক্রিয়ায় করবার চেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। গোটা দেশজুড়েই মৃত্যু মিছিল চলছে, পশ্চিমবঙ্গ বাদে সেখানেও একাধিক বিএলওর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার নিউবারাকপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এর উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

রাজ্যের হস্তক্ষেপে মুক্ত ওড়িশায় আটক বাংলার ৫ পরিযায়ী শ্রমিক

প্রতিবেদন : রাজ্য প্রশাসনের যোগাযোগে বাংলার পাঁচ শ্রমিককে ছাড়ল ওড়িশার পুলিশ। এই খবর পেতেই বীরভূমের নলহাটির পাঁচ শ্রমিকের পরিবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে এখনই বাড়ি ফিরছেন না পাঁচ শ্রমিক নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভগলদিঘি গ্রামের বাসিন্দা আবদুল আলিম শেখ, সেলিম শেখ, মনিরুল ইসলাম, আতাউর রহমান ও নুর আলম। পাঁচদিন থানায় হাজিরা দিতে হবে। বাংলায় কথা বলায় বিজেপির রাজ্যে হেনস্থার শিকার হতে হয় তাঁদের। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায় ওড়িশার পুলিশ! শুধু তা-ই নয়, অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে নির্বিচারে ওই শ্রমিকদের মারধর করার অভিযোগ উঠেছে ওড়িশার পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ২৫ জন ওড়িশায় কর্মরত। আগরপাড়া এলাকায় তাঁরা ঘরভাড়া করে থাকেন। শনিবার তাঁদের ভদ্রকের আগরপাড়া থানায় ডেকে পাঠানো হয়। তাঁরা থানায় গেলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তকমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ভারতের বৈধ নাগরিক হিসেবে শ্রমিকরা তাঁদের সঙ্গে থাকা ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড পুলিশকে দেখান। কিন্তু তারপরও তাঁদের ছাড়া হয়নি বলে অভিযোগ। ওই পাঁচ শ্রমিককে একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে ভিনরাজ্যে হেনস্থার শিকার হওয়া শ্রমিকদের ওপর চলছে অকথ্য অত্যাচার। মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে ইসলামপুরের শ্রমিককে। উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখে চলেছে অত্যাচার। দিন কয়েক আগেও বাঁকুড়ার কয়েকজন শ্রমিককে ওড়িশায় আটকে রেখে মারধর করা হয়। এসব ভেবে প্রবল দুশ্চিন্তায় ওই শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব শ্রমিক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ওড়িশায় আটক বাংলার শ্রমিকেরা।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ নয়

প্রতিবেদন : এসএসসির নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এই মামলায় আগে যে রায় ছিল, সেটাই বহাল থাকবে। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, কোনও নিয়োগ যখন খারিজ হয়, তখন ভাল পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভাল পড়ুয়া, তাঁরা আবার নিযুক্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ শীর্ষ আদালত মেনে নিয়েছে প্যানেল বাতিল হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা। সেই সঙ্গে চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করেছে আদালত।

নার্সিংহোমকে জরিমানা

প্রতিবেদন : বারাসতের মেগাসিটি নার্সিংহোমকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিল রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশন। ৬ বছর আগের ঘটনা। অবশেষে কমিশনের নির্দেশ। ২০১৯ সালে এই নার্সিংহোমের গাফিলতিতেই মৃত্যু হয় সঞ্জয় সাধুখাঁর স্ত্রীর। রাজ্য স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক কমিশনের চেয়ারম্যান অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অভিযোগ শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল সত্যতা রয়েছে। তাই ২ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টাকা না দিয়ে নার্সিংহোম হাইকোর্টে যায়। কিন্তু রিট পিটিশন বাতিল হয় ২০২১-এ। স্থগিতাদেশও বাতিল হয়। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত।

জ্বলন্ত শরীর নিয়ে রাস্তায়

সংবাদদাতা, হাওড়া : গায়ে আগুন লাগা অবস্থায় রাস্তায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি এক যুবকের। এই বীভৎস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডুমুরজলা হেলিপ্যাড সংলগ্ন রিং রোডে রাস্তায়। শেষ পর্যন্ত জল ছুঁড়ে আগুন নেভালেন স্থানীয়রাই। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। অগ্নিদগ্ধ যুবকের নাম মফিজুল মিদ্যা (২৪)। হুগলির ডানকুনির বাসিন্দা। খবর পেয়ে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ যুবককে উদ্ধার করে ভর্তি করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। যুবকের শরীরের প্রায় আশি শতাংশই পুড়ে গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন মফিজুল। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

বাড়ল সময়

প্রতিবেদন: সময়সীমা বাড়ল এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-এর আবেদনের। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার জন্য কয়েকদিন সার্ভার সমস্যা করেছিল। সেই কারণেই সময় বাড়ল এসএসসি। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, আবেদনের সময়সীমা ছিল ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তার পরিবর্তে বর্তমানে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন ইচ্ছুক প্রার্থীরা। এসএসসি সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ৮ লক্ষের বেশি আবেদন জমা পড়েছে। তবে ২০১৬ সালে এর দ্বিগুণ আবেদন জমা পড়েছিল। তা ছিল প্রায় ১৮ লক্ষের কাছাকাছি।

কোর্টের নির্দেশ

প্রতিবেদন : গ্রুপ সি ও ডি-তে 'অযোগ্য' কারা তাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিল আদালত। নাম, রোল নম্বর, বাবার নাম এবং কোথায় কর্মরত ছিলেন কমিশনকে তার বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিল আদালত। ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশে ওই প্রার্থীদের নাম, রোল নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, বাবার নাম, ঠিকানা এবং কোথায় কর্মরত ছিলেন, তার একটা তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। তাতে ৩৫১২ জনের নাম রয়েছে। কমিশনের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে স্কুল সার্ভিস কমিশন বদ্ধপরিকর। স্বচ্ছতা বজায় রেখেই তালিকা প্রকাশ করা হবে।

এসআইআর-এ বাংলায় সেরা দশটি বিধানসভার অন্যতম হল বালি। কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে বালি বিধানসভার ওয়ার রুমে এসআইআরের রিভিউ মিটিং। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, অভিজিৎ গাঙ্গুলি, ভাস্করগোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুরজিৎ চক্রবর্তী, তবজিল আমেদ-সহ সমস্ত ওয়ার্ড সভাপতিরা।

পৃষ্ঠা সংখ্যা বাঁধল সংসদ

প্রতিবেদন : উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেঁধে দিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার থেকে ওই নির্ধারিত পৃষ্ঠার মধ্যেই দিতে হবে উত্তর। অতিরিক্ত পৃষ্ঠা চাইলেও পাওয়া যাবে না। আগে ১৬টি পৃষ্ঠায় তারা উত্তর লিখতে পারত। অতিরিক্ত পাতার প্রয়োজন হলে, তা পরীক্ষাকেন্দ্র থেকেই জোগানো হত। তবে ২০২৬ সালের চতুর্থ সেমিস্টার থেকে ১২ পাতার উত্তরপত্র প্রথমেই দেওয়া হবে পরীক্ষার্থীকে। তার মধ্যেই দিতে হবে উত্তর। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দাবি, এর থেকে বেশি পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে না। সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, অতিরিক্ত পাতা পরপর সেলাই হয় না অনেক সময়ই। আশঙ্কা থাকে পাতা ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ারও। তার ফলে অনেক সময়ই সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। এই সমস্যা সমাধানেই উত্তরপত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি সাফ জানান, চতুর্থ সেমিস্টারের কোনওরকম অতিরিক্ত পাতা দেওয়া হবে না। সংসদ যে ১২টি পাতা দেবে তার মধ্যে উত্তর লিখতে হবে। ২০২৬-এ ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সেমিস্টার, শেষ হবে ২২ ফেব্রুয়ারি।

সোমবার, ১ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। এই উপলক্ষে বিবেক-এর পক্ষ থেকে জয়হিন্দ ভবনে এক আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থ প্রধান, বিবেক-এর আহ্বায়ক কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা। এইচআইভি ভাইরাস নির্মূল করার লক্ষ্যেই এই সভা। মানুষের স্বার্থে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বিবেক সচেতনতা পদযাত্রা বা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

রবিবার হাওড়ার শিবপুরের ৪৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রামরাজাতলা হাটপুকুরে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির। ছিলেন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি। এছাড়াও ছিলেন মহেন্দ্র শর্মা, দেবাংশু দাস, অভিজিৎ চৌধুরী। শিবিরে ৮২ জন রক্তদান করেন।

আমার বাংলা
2 December, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্যপ্রাণী আইনে একই দিনে চারটি মামলায় ৯ জনের সাজা ঘোষণা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন দফতরের সাফল্য। বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের আগেই গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ায় সাজা ঘোষণা হল দোষীদের। সোমবার একই দিনে পৃথক চারটি মামলায় নয় অভিযুক্তকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জরিমানার আদেশ শোনাল আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারকের আদালত। প্রথম মামলায় এজাজুল হক, সেকেন্দার আলি এবং বাবলা বর্মনকে তফসিল ১-এর সংরক্ষিত প্রজাতির হরিণের শিং অবৈধভাবে নিজেদের হেফাজতে রাখা এবং তা বিক্রির চেষ্টার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে, বন কর্মকর্তারা অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে ১৩টি শিং বাজেয়াপ্ত করেছেন। তিনজনকেই তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও

প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে, যা অনাদায়ে আরও দুই মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মামলায়, দক্ষিণ শিবকাটার মানিক হোসেন সরকার, মনিরুল হক এবং আসরাফ হোসেনকে জীবিত তক্ষক পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তিনটি তক্ষক উদ্ধার করা হয়েছে। এদের প্রত্যেককে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি মামলায়, কৈলাস বারাইক (২৮) কে আট মাস পাঁচদিনের দ্রুত বিচারের পর দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যার ফলে হরিণের মাংস রান্না করে ভোজের আয়োজন এবং শিং রাখার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। লঙ্কাপাড়া রেঞ্জের কর্মকর্তারা রামঝোরা থেকে রান্না করা মাংস, হরিনের দেহাংশ এবং বাসনপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন। এই মামলায় তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। চতুর্থ মামলায়, বিকাশ চৌধুরী বর্মন এবং অরূপ গুপ্তকে ২৯ অগাস্ট ২০১৯ সালে সোনাপুর চৌপথির কাছে অভিযানের সময় একটি জীবন্ত প্যাঙ্গোলিন পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই মামলায় তাদের উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের দু'জনকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এই যুগান্তকারী সাজা ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও পারভিন কাসোয়ান বলেন, এই সাজা জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

চা-বলয়, সীমান্তে পরিদর্শনে মন্ত্রী

■ আতঙ্কিত হবেন না, পাশে আছে দল। বললেন উদয়ন গুহ।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : চা-শ্রমিক ও ভুটান সীমান্তের জয়গাঁর বাসিন্দারা ঠিকমতো ফর্ম ফিলাপ করেছেন কি না, তাঁদের কোনও সমস্যা হয়েছে কি না সোমবার প্রতিটি এলাকা ঘুরে তা খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে ২৯ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় এসআইআরের কাজ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। রবিবার মাদারিহাট ও ফালাকাটা বিধানসভা এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন মন্ত্রী। সোমবার কালচিনি, গারোপাড়া, রাজভাতখাওয়া এলাকায় ঘুরে ঘুরে এসআইআরের কাজ দেখেন তিনি। যেহেতু এই কালচিনি বিধানসভা এলাকার একটা বিরাট অংশ ভোটার চা-শ্রমিক, তাই তাঁদের এসআইআরের বিষয়টি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে দলের বিএলএ-২ দের দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। এসআইআর শুরু হওয়ার পর জেলা প্রশাসন ও তৃণমূলের তরফে হিন্দিভাষী মানুষদের জন্যই সহায়তার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কালচিনির গারোপাড়ায় মন্ত্রী নিজে চা-শ্রমিকদের সঙ্গে এসআইআর নিয়ে কথা বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

জেলা নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠকে দিলীপ

■ ব্লক সভাপতিদের নিয়ে আলোচনায় দিলীপ মণ্ডল ও অভিজিৎ দে ভৌমিক।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সোমবার কোচবিহারে জেলা নেতৃত্ব-র সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করলেন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। বিজেপির চক্রান্তে যেন কোনও মানুষ পা না দেয়, সকলেই যেন ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেন—পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহারে আসার কথা। সে বিষয়ের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়।

জনসভার প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, মালদহ : গাজল কলেজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলায় তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও চাঞ্চল্য। সোমবার সকাল থেকেই সভাস্থলে শুরু হয় জোরকদমে তৎপরতা। প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গাজোল কলেজ মাঠে পৌঁছান রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদহ জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব।

আগুনে ভস্মীভূত

● সোমবার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পরপর ৪-৫টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেল আলিপুরদুয়ারে। শহরের বড়বাজার এলাকায় একাধিক স্টেশনারি দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

বেতন বাড়ল পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের

সংবাদদাতা, কোচবিহার : অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাড়াল কোচবিহার পুরসভা। এতে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে খুশির হাওয়া। উচ্ছ্বসিত অস্থায়ী কর্মীরা আতশবাজি পুড়িয়ে এদিন আনন্দ উল্লাস করেন কোচবিহার পুরসভা ভবনের সামনে। সোমবার কোচবিহার পুরসভা বোর্ড মিটিং হয়। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, ওই বৈঠকেই

আনুষ্ঠানিকভাবে অস্থায়ী কর্মীদের মাসিক বেতন দেড় হাজার টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি কোচবিহার রাসমেলার সময় যে অস্থায়ী কর্মীরা কোচবিহার শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ও রাসমেলা মাঠ পরিষ্কারের কাজ করেছেন তাঁদের রাসমেলা অনুষ্ঠানের উৎসব ভাতা হিসেবে মাথাপিছু এক হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। অস্থায়ী কর্মীরা এখন যা বেতন পাচ্ছেন তার সঙ্গে দেড় হাজার টাকা বেশি বেতন পাবেন। উল্লেখ্য, ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা বেতনের দাবি ছিল কর্মীদের। তবে পুরসভার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সেইমতো বেড়েছে দেড় হাজার টাকা। পরবর্তীতে পুরসভার আয় বাড়লে বেতনের লক্ষ্য পূরণ হবে।

এদিন বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই আনন্দে মেতে ওঠেন কর্মীরা। বেতন বৃদ্ধির খবরে খুশি কোচবিহার পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। তাঁরা বলেন, দাবি মেনে বেতন বৃদ্ধি করায় পুরসভার আধিকারিকদের ধন্যবাদ। প্রসঙ্গত, বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিলেন পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। এরপরই বেতন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। পুজোর আগে যদিও অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে এমন একটি সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছিল। অবশেষে নতুন বছর শুরুর আগেই সেই ঘোষণা হল। সোমবারের বৈঠকে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ঘোষণার পাশাপাশি পুরসভার পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। শহরের উন্নয়ন নিয়েও একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিএলএ২-দের নিয়ে আলোচনা

■ বৈঠকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : সোমবার হরিরামপুর ব্লকের বিএলএ-২ ও তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন তৃণমূল নেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, হরিরামপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইয়াসিন আলি, হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া, মনোজিৎ দাস ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

চা-বাগানে দাপিয়ে বেড়াল জোড়া দাঁতাল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। হঠাৎ হইহই চা-বাগানে। জোড়া দাঁতালের তাণ্ডবে হুলস্থুল পড়ে গেল খড়িবাড়ির থানঝোরা চা-বাগানে। সোমবার সকালের ঘটনা। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন বন দফতরের কর্মীরা। চা-শ্রমিকদের দ্রুত বাগান ফাঁকা করতে বলা হয়। ঘিরে ফেলা হয় গোটা বাগান। দুই দাঁতাল বাগান জুড়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। সময়মতো বনকর্মীরা পৌঁছনোয় বড় কোনও বিপদ ঘটেনি। হাতি

দুটিকে জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকেন বনকর্মীরা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হাতিগুলি বাগানেই ছিল। জঙ্গলে না ফেরা পর্যন্ত বাগানে পাহারায় রয়েছে বনকর্মীরা। এ ঘটনায় চা-বাগান লাগোয়া শ্রমিকপল্লিতেও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ ভয়ে বাড়ির বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকতে শুরু করেন। অনেকে আবার দূর থেকে হাতিগুলির গতিবিধি লক্ষ করেন, যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে সময়মতো সতর্ক করা যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ধমান স্টেশনের ৪ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে তিনটি বিষধর সাপ সহ গ্রেফতার তিনজন, রবিবার রাতে। ধৃতদের নাম মনোহর মাল, সেলিম মাল ও গোপী মালতা। সাপগুলিকে বন দফতরকে দিয়েছে আরপিএফ

আমার বাংলা
2 December, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্মীদের বিশ্রাম নেই : মানস

■ ভোট রক্ষা শিবিরে মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : জঙ্গলমহলে এসআইআর নিয়ে দিদির দূতদের তৎপরতা দেখে খুশি মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার দায়িত্ব নিয়ে গত চারদিন চষে বেড়াচ্ছেন এলাকা। সোমবার ঘোরেন বান্দোয়ানের তিনটি ব্লক। আয়তনে বাংলার সবচেয়ে বড় এই বিধানসভা ক্ষেত্রে এসআইআরের কাজ প্রায় শেষ। দিদির দূত পোর্টালেও আপলোড যথাযথ। তবু কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেন তিনি। বলেন, ভোট শেষ না হওয়া অবধি তৃণমূল কর্মীদের বিশ্রাম নেই।

খারাপ অবস্থা ছিল পুরুলিয়া দু'নম্বর ব্লকে। মানস নিজে গিয়ে কর্মীদের উৎসাহিত করেন। সোমবার ওই ব্লকের সভাপতি হেমন্ত রজক জানিয়েছেন, কাজ শেষ। পোর্টালে সমস্ত বৈধ ভোটারের নথি আপলোড করা হয়েছে। জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, দলের নেতা-কর্মীরা ভোটারদের পাশে। এমনকী বিরোধী দলের ভোটারও আমাদের কর্মীদের সহায়তা নিয়েছেন। দিদির স্পষ্ট নির্দেশ, সব বৈধ ভোটারের নাম নিশ্চিত করতে হবে। পুরুলিয়া তা করেছে।

পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে চারটি বিধানসভা আসনের মধ্যে তিনটি তৃণমূলের দখলে। এর অন্যতম বাঘমুন্ডি, মানবাজার ও বান্দোয়ানে কাজ ইতিমধ্যে শেষ। মানস বলেন, শুধু ফর্ম জমা দিলেই হবে না। খসড়া ভোটার তালিকা দেখতে হবে। যাদের নেই, তাদের আবেদন করাতে হবে, শুনানিতে সহায়তা করতে হবে। আগামী নির্বাচনে দলের রণকৌশল ও নেতাদের কাজ নিয়েও দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী। বলেন, পুরুলিয়ার সব ক'টি আসনেই জিতবে তৃণমূল।

■ লালগোলা বিধানসভার এসআইআর ওয়ার রুম পরিদর্শনে গেলেন আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা সাংসদ খলিলুর রহমান, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি, সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা প্রমুখ। ৪ ডিসেম্বর বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। তাঁর জনসভার প্রস্তুতি নিয়ে ব্লক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করলেন ঋতব্রত, খলিলুররা।

প্রতিবন্ধকতা উড়িয়ে নজির বিএলও সোনালির

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। দুই হাতের ও দুই পায়ের আঙুল নেই। নিজের এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই ৯৯ শতাংশ এসআইআরের কাজ করে ফেলে নজির গড়েছেন বাঁকুড়ার ২ নং ব্লকের বাঁকি গ্রামের বিএলও সোনালি কর। বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভার বাঁকি গ্রামের ১৬ নং বুথের বিএলও সোনালির জন্ম থেকেই হাত ও পায়ের আঙুল নেই। এইভাবেই পড়াশুনা শিখে আইসিডিএস কর্মী হিসেবে যুক্ত। নিজের এই প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছে করে এসআইআর-এর কাজ ৯৯% সম্পূর্ণ করে নজির গড়েছেন সোনালি। গ্রামের মানুষজনও সোনালির কাজ দেখে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লাইনে ট্রাক্টরকে ধাক্কা মালগাড়ির, মৃত এক

সংবাদদাতা, আসানসোল : পরের পর দুর্ঘটনার পরেও রেলের কোনও হুঁশ নেই। বহু জায়গাতেই লেভেল ক্রসিং নেই, গ্যাংম্যান নেই। তার জেরেই ফের রেললাইন পারাপারের সময় ট্রাক্টরকে ধাক্কা মারল মালগাড়ি। ধাক্কায় মৃত্যু হল একজনের। আহত হয়েছেন দু'জন।

জামুরিয়ার নণ্ডি গ্রামের ঘটনা। বারাবনি থেকে কয়লাবোঝাই রেকটি যাচ্ছিল অণ্ডাল অভিমুখে। রেললাইনের ওপর স্থানীয়রা নিজেরাই রাস্তা করেছিল। ওই রাস্তা দিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিল ট্রাক্টরটি। সেই সময় দ্রুত গতিতে আসা মালগাড়ির সামনে চলে আসে ওই ট্রাক্টরটি। প্রায় ১০০ মিটার ঠেলে নিয়ে যায় ট্রাক্টরটিকে। মৃতের নাম ভুটকা সোরেন। জামুড়িয়ার সিরিডাঙার বাসিন্দা। ট্রাক্টরটি ইটবোঝাই ছিল। ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও অণ্ডাল জিআরপি।

সমাবর্তনে ৪৬ পড়ুয়াকে দেওয়া হল সোনার পদক

কল্যাণী

সংবাদদাতা, নদিয়া : ৩১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রধান অতিথি বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের উপাচার্য অধ্যাপক ভি রামগোপাল রাও। এছাড়াও ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কল্লোল পাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য আধিকারিকরা। এদিন কলা ও বাণিজ্য বিভাগে ডিলিট উপাধি দেওয়া হয় অধ্যাপক আদিত্যকুমার লালাকে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি সার্টিফিকেট পান মোট ৬৯,৯৯২ ছাত্রছাত্রী। ৩০৬ জনকে দেওয়া হয় পিএইচডি ডিগ্রি। ৪৬ জন ছাত্রছাত্রীকে সোনার পদক, একজনকে রুপোর পদক ও ১৮ জনকে দেওয়া হয় ব্রোঞ্জপদক। এছাড়া ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় ৩৬ জন ছাত্রকে। সমাবর্তন ঘিরে সেজে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।

গ্রাফাইট কারখানায় গরম পিচ ছিটকে আহত তিন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গ্রাফাইট কারখানায় গরম পিচ ছিটকে জখম তিন। ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের গ্রাফাইট কারখানায়। ঘটনাস্থলে কোকআভেন থানার পুলিশ। শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে কাজ করছিলেন অভিজিৎ ভুঁই, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল রায়। ওপরে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছিল। সেই ওয়েল্ডিংয়ের আগুন পিচের সংস্পর্শে আসতেই তিনজন ঝলসে যান। গুরুতর জখম হন মৃণাল রায়। তিনজনকেই বিধাননগরের বেসরকারি মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃণাল রায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। চিকিৎসক তীর্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, তিনজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বেশি আশঙ্কাজনক মৃণাল রায়। শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবি তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিক সংগঠনের সদস্যরা।

■ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শ্রমিক।

বর্ধমানে বেঙ্গল ট্যুরিজম মেলা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গোটা দেশের পর্যটন মানচিত্রের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাকে জুড়তে কলকাতার পর এবার বর্ধমানে হচ্ছে বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্ট পর্যটন মেলা। অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডারস অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে। ৬ থেকে ৯ ডিসেম্বর বর্ধমান টাউন হল প্রাঙ্গণে ৭২টি স্টল নিয়ে মেলা হবে। সোমবার বর্ধমান প্রেস কর্নারে সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সহ সম্পাদক ভোলানাথ ঝা, কর্মকর্তা নিলয় নস্কর, সৌমাল্য রায়, সৌয়েন্দ্র বিশ্বাস, দেবব্রত ভট্টাচার্যরা জানিয়েছেন, এই প্রথম তাঁরা বর্ধমান জেলায় নিয়ে এসেছেন এই পর্যটন মেলা। মেলায় বিভিন্ন প্রান্তের হোটেল মালিক, ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল এজেন্ট ও ব্যবসায়ীরা অংশ নেবে। মেলার উদ্দেশ্য মূলত বর্ধমান ও বর্ধমানবাসীকে সবদিক দিয়ে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

■ বর্ধমানের মেমারি ১ নং ব্লকে সরকারি হোমের কাজকর্ম পরিদর্শনে গেলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্য আধিকারিকরা।

পিঠেপুলি উৎসবে গানে মাতালেন পুলিশকর্তারা

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির হাটে জোরশ্রেণির মন্দিরের পাদদেশে হল পিঠেপুলি উৎসব। মোট ৩০টি স্টলে ১০০-র বেশি ধরনের পিঠে ছিল। দুধপুলি, পাটিসাপটা, গড়গড়ি, ক্ষীরের পিঠে, মাংসের পিঠে, মুগডালের রসভরা, চিংড়ি মাছের ভাপাপিঠে ইত্যাদি। একের পর এক গানে মঞ্চ মাতালেন বিষ্ণুপুরের এসডিপিও, আইসি। সঙ্গে মহকুমা শাসকও। এসডিপিও বদলি হয়ে যাচ্ছেন কাকদ্বীপে এবং আইসি পুরুলিয়ায়। মন্দির শহরকে

বিষ্ণুপুর

ভালবেসে ফেলেছিলেন তাঁরা, তাই যাওয়ার আগে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন। একের পর এক গান গেয়ে মঞ্চ মাতালেন। পুলিশ কর্তাদের গান শুনে উচ্ছ্বসিত এলাকার মানুষ। ৩৮তম বিষ্ণুপুর মেলা হল এবার। পর্যটন শিল্পের প্রসার, হস্তশিল্পের প্রদর্শন, বিপণন ও বিকাশ, লোকসংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে মেলার শুরু হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। মেলায় যদুভট্ট, রামানন্দ, গোপেশ্বর ও রাধামোহন মঞ্চ ছিল। সাতদিন জেলা তথা রাজ্যের বহু শিল্পী অংশ নেবেন। হবে আদিবাসী ফ্যাশন শো। মোট ৮৭৬টি স্টল থাকবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মাঠে থাকবে পাঁচটি ওয়াচ টাওয়ার, ১০৭ সিসিটিভি ক্যামেরা দুটি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। থাকবে মহিলা পুলিশের উইনার টিম।

১০
২ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

2 December, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদিয়ার কল্যাণীতে ভোট রক্ষা শিবিরে বক্তা পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। পাশে, কুপার্স ক্যাম্পে এসআইআর বিরোধী বিশাল জনসভাতেও বক্তা মন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গের ছয় রুটে নতুন ভলভো স্লিপার বাস চলবে

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তরবঙ্গের জন্য ছয়টি নতুন ভলভো স্লিপার বাসের অনুমোদন মিলেছে। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই সেগুলি চালু হয়ে যাবে। শিলিগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার থেকে বাসগুলি ছাড়বে। এই বাসে চেপে কলকাতা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবেন যাত্রীরা। রায়গঞ্জ থেকে আপাতত পাওয়া যাবে না। তবে চাহিদা থাকলে রায়গঞ্জের কোটা করে দেওয়া হবে। সোমবার রায়গঞ্জ ডিপো পরিদর্শনে এসে জানালেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই। স্থানীয় আধিকারিকদের নিয়ে তিনি ডিপো ঘুরে দেখেন, পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন রুটে চলা বাসের সংখ্যা নিয়েও আলোচনা করেন। জানান, এটি রুটিন মাফিক পরিদর্শন। কোথাও সমস্যা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। রায়গঞ্জ-তারাপীঠ রুটে ভলভো বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে জানান, রায়গঞ্জ থেকে আশানুরূপ বুকিং না পাওয়ায় পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে।

রায়গঞ্জ ডিপো পরিদর্শনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই।

অপরদিকে রায়গঞ্জ থেকে যে রুটের চাহিদা বেশি সেখানে বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৫ বছরের বেশি বয়সের সরকারি বাস চালানো যায় না। গত তিন বছরে ৩২৯টি বাস বসে গিয়েছে সেই কারণে। নতুনভাবে বাসের ব্যবস্থার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৭ বছরের বঞ্চনার তথ্য

(প্রথম পাতার পর) আটকে রেখেছে তারা। এই কারণেই আমরা তাদের জমিদার বলি। এ-প্রসঙ্গে সাত বছরে যে পরিমাণ জিএসটি আদায় হয়েছে, তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, গত চার বছরে বাংলার জন্য কত টাকা একশো দিনের কাজে ছেড়েছে কেন্দ্র? ২ কোটি ৬৪ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডার রয়েছে। আগে বলত তৃণমূল দুর্নীতি করেছে তাই আটকে রেখেছি। কোনও দুর্নীতি দেখাতে পারেনি। এখন আদালত বলেছে, তাও আটকে রেখেছে। তার মানে কী? কেন্দ্রের উদ্দেশ্য নেই কাজ করার। বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, বাংলার মানুষকে অবহেলিত করে রাখাই হচ্ছে আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সোনালিরা বাংলাদেশি!

(প্রথম পাতার পর)
সোনালি বিবি ও তাঁর স্বামী। বাংলার মানুষের প্রতি বিজেপির যে বিদ্বেষ তা প্রতি মুহূর্তে তাদের কাজে প্রকাশ পায়। তাইতো তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব এদের বলেন জমিদার। বীরভূমের সোনালি বিবি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হয়ে থাকলেন বিজেপির নোংরা রাজনীতির। তিনি ভারতীয় নন বলে বাংলাদেশে পাঠাল বিজেপির পুলিশ। সেখানে বেশ কিছুদিন জেলও খাটলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। বিজেপি-কমিশনের যৌথ ষড়যন্ত্রে চাপিয়ে দেওয়া এসআইআর ফর্ম পেয়েছেন সোনালির পরিবার। তাঁরা যে ভারতীয়, তার প্রমাণ মিলেছে। সোনালি বিবির ভাই সুরজ শেখ, তাঁর বাবা ভদু শেখ এবং মা জোৎস্না বিবি প্রত্যেকেই এসআইআর ফর্ম ফিলআপ করে ইতিমধ্যে জমা দিয়ে দিয়েছেন। সোনালি বিবির পরিবারের সদস্যরা যদি ভারতীয় না হত তাহলে কোন যুক্তিতে তাঁদের বাড়িতে এসআইআর ফর্ম পৌঁছে দিল? এর সদুত্তর অবশ্য কেউই দিতে পারেনি। সোনালি বিবির ভাই সুরজ শেখ জানিয়েছেন, সরকারি অফিসাররা বাড়িতে এসে এসআইআর ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। আমরা সেটা পূরণ করে কয়েকদিন আগে জমা দিয়েছি। আমরা ভারতীয়। আমাদের জন্ম এই দেশে। কর্মসূত্রে আমার বোন সোনালি বিবি এবং তার স্বামী দানিশ শেখ দিল্লিতে থাকত। সেখানে দিল্লি সরকার আচমকা তাদেরকে বাংলাদেশি বলে জোর করে বাংলাদেশ পাঠিয়ে দেয়। শুনলাম বাংলাদেশ আদালত তাদের জামিন দিয়েছে এবং বলেছে আমার বোন তার স্বামী বাংলাদেশি নয়, তারা ভারতীয়। এদিনই জামিন পেয়েছেন সোনালি বিবি ও তাঁর স্বামী। পরিবারের সদস্যরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজ্য সরকারকে। এরপর কী বলবেন বঙ্গের বিজেপির জমিদার নেতারা?

সার ফর্ম হাতে সোনালির বাবা-মা।

উন্নয়নের কাজ যেন

(প্রথম পাতার পর)
প্রক্রিয়ার কারণে জেলা প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে—এ-কথা তিনি বুঝতে পারছেন। তবে উন্নয়নমূলক কাজ যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়, সে নির্দেশও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলার বাড়ি, রাস্তা, পরিকাঠামো—এই সব কাজ অবহেলিত হলে চলবে না। এসআইআরের পাশাপাশি উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এসআইআর নিয়ে আপনারা যে চাপের মুখে পড়ছেন তা আমার নজরে রয়েছে। এরপরই তিনি অভিযোগ করেন, একজন এক্স অফিসারকে পাঠিয়েছে ওরা। ভয় দেখাচ্ছে, বিরক্ত করছে। রাত ন'টা, দশটায় ফোন করে হুমকি দিচ্ছে—দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না, আমি আছি। কোনও চিন্তা করবেন না। আপনারা আপনাদের কাজ করুন।

'এক্স অফিসার' বলতে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন আইএএস সুব্রত গুপ্তকে ইঙ্গিত করেছেন বলেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা। সুব্রত গুপ্তকে নির্বাচন কমিশন বাংলার স্পেশাল রোল অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করেছে। পাশাপাশি, রাজ্যের আরও ১২ জন সিনিয়র আইএএস আধিকারিককে ইলেক্টোরাল রোল অবজারভার করা হচ্ছে।

বিশ্বজয়ী রিচাকে সংবর্ধনা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের তারকা রিচা ঘোষকে সোমবার নকশালবাড়িতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে দেওয়া হল রাজকীয় সংবর্ধনা। সকাল থেকেই ভিড় জমে সাধারণ মানুষ ও ক্রিকেটপ্রেমীদের। হুডখোলা জিপে বাজার এলাকা ঘুরে রিচাকে স্বাগত জানান স্থানীয়রা। এদিন রিচা পরিদর্শন করেন নকশালবাড়ি স্কুল ডাংগি সংলগ্ন এবং মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি জমি। এখানেই তৈরি হতে চলেছে রিচা ঘোষের উদ্যোগে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প, ভবিষ্যতে ইনডোর স্টেডিয়াম বা পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট মাঠের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানান মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব ও বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা রিচাকে শুভেচ্ছা জানায়। রিচা বলেন, গ্রামীণ এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে চাই। সুযোগ পেলে আরও অনেক প্রতিভা উঠে আসবে।

৫ প্রশ্নের জবাব নেই তাই বলছেন 'ড্রামা'

(প্রথম পাতার পর) অ্যাপে নেই। এসআইআরের পর যদি কারও নাম বাদ পড়ে তবে এই সরকার পদত্যাগ করবে। দায় তো নিতে হবে! অভিষেকের তোপ, আপনি বলছেন— এসআইআরের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেবেন। ঢুকল কী করে? আমি যদি সাংসদ হয়ে থাকি গত ভোটে। আপনারাও হয়েছেন। আপনারা ক্ষমতায় থাকবেন আর কথার উত্তর দেবেন না? আমরা আলোচনা চাইলেই বলছেন ড্রামা!

বিএলওদের ৬০ হাজার

(প্রথম পাতার পর)
দেওয়া হবে বিএলও-দের। এই মর্মে কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের কাছে চিঠি লেখার কথা জানান তিনি।

অভিষেকের ব্যাখ্যা, নির্বাচন কমিশন তিন মাস আগে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল, বিএলওদের পারিশ্রমিক ৬ হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা করা হবে। সেই টাকাটা কমিশন দেবে না। যদিও কমিশন এখানে সিইও অফিসের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দেবে। কিন্তু বিএলও-দের পারিশ্রমিকের জন্য আলাদা টাকা দেবে না। তা রাজ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই বিজ্ঞপ্তি মানতে কমিশনকে পাল্টা শর্ত অভিষেকের। তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করব, বাংলার ২ লক্ষ কোটি টাকা পাওনা আছে কেন্দ্রের থেকে। কেন্দ্র কোন আইনের কোন ধারায় এই ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে? এর যদি ৫০ শতাংশ টাকা কেন্দ্রের সরকার ছাড়ে, তবে বিএলও-দের পারিশ্রমিক ৬০ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য।

বিজেপির সরকার নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে আর্থিকভাবে বাংলার উপর চাপের রাজনীতি করছে। সেই মুখোশ খুলে দিয়ে অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, বিএলও-দের পারিশ্রমিক যদি কেউ আটকে রাখে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার। নির্বাচন কমিশনের হিম্মত থাকলে তারা একটা চিঠি লিখুক, বাংলার উন্নয়নের টাকা নরেন্দ্র মোদি সরকার গা-জোয়ারি করে আটকে রেখেছে। সেই টাকা ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু এই কমিশন নিরপেক্ষ নয়, যারা বসিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এরা কিছু করবে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্ত্রীকে খুন করে মৃতদেহের সঙ্গে সেলফি তুলল স্বামী। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বসে রইল পুলিশ আসার অপেক্ষায়। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে। কর্মসূত্রে সেখানেই এক হস্টেলে থাকতেন স্ত্রী শ্রীপ্রিয়া। সেখানে গিয়েই তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রবিবার খুন করে স্বামী বালমুরুগান

দিল্লি দরবার

2 December 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

আটকাতে চেষ্টা করেছিল বিজেপি, কিন্তু পারল না

এসআইআর থেকে বাংলার বঞ্চনা রাজ্যসভায় তুলে ধরলেন ডেরেক

নয়াদিল্লি: সংসদে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের যে চক্রান্ত করেই চলেছে মোদি সরকার, তা কার্যত ব্যর্থ করে দিল তৃণমূল। এসআইআরের নামে ভোটচুরি, ন্যায্য পাওনা থেকে বাংলাকে বঞ্চনা এবং মনরেগা খাতে বিশাল অঙ্ক কীভাবে আটকে রাখা হয়েছে— মোদি সরকারের এই ৩টি কুকীর্তিই রাজ্যসভায় রীতিমতো যুক্তি এবং পরিসংখ্যান দিয়ে তুলে ধরলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন তৃণমূল-সহ বিরোধীদের দাবি মেনে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় বিজেপি এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতে না দিলেও, শেষপর্যন্ত কিন্তু রাজ্যসভায় তৃণমূলের মুখ বন্ধ করতে পারল না তারা। রাজ্যসভায় তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে এর ভয়াবহতা এবং বিপজ্জনক দিক কিন্তু নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন ডেরেক। স্বাস্থ্যকর নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং তার স্বচ্ছতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই মৃত্যুমিছিল আমরা চাই না। এসআইআরের আতঙ্কে এবং মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপে বাংলায় যেভাবে সাধারণ নাগরিক এবং বিএলও-রা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন, একের পর এক অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, সেকথাও উল্লেখ করে অবিলম্বে নিবিড় সংশোধন নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানান তিনি।

ডেরেক ও'ব্রায়েন আবার মনে করিয়ে দিলেন বাংলার প্রতি কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ মোদি সরকার এবং বিজেপি। মনরেগা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার বকেয়া বিপুল পরিমাণ টাকা। শুধু মনরেগা খাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য ৪৩,০০০ কোটি টাকার বেশি। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কবে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার? কেন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো মেনে বাংলাকে তার প্রাপ্য টাকা দেওয়া হচ্ছে না? সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললেন ডেরেক। রাজ্যসভার নতুন চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েই সোমবার এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর সাফ কথা, বাংলার মোট বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার কথাও ব্যাখ্যা করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা। দিনে দিনে কীভাবে সংসদীয় অধিবেশনের মেয়াদ কমানো হচ্ছে তা তুলে ধরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বিরোধীদের পেশ করা নোটিশ খারিজ করা, বিলগুলিকে গায়ের জোরে পাশ করার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যসভার অভিভাবক হিসেবে নতুন চেয়ারম্যানকে গোটা বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানান ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিরোধীরা সব সময়েই সংসদ চলার পক্ষে।

এদিকে এদিন লোকসভায় হেল্থ সিকিরিউটি, সে ন্যাশন্যাল সিকিরিউটি সেস বিলের বিরোধিতা করেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তাঁর যুক্তি, হেল্থ সিকিরিউটি এবং ন্যাশন্যাল সিকিরিউটি একাকার হয়ে গেলে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয় না। তিনি মনে করিয়ে দেন তামাক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেন্ট্রাল এক্সাইজ সংশোধনী বিলেরও তিনি বিরোধিতা করেন।

'সার' নিয়ে আলোচনার দাবিতে উত্তাল সংসদ

অধিবেশনের প্রথম দিনেই ওয়াক আউট তৃণমূলের

নয়াদিল্লি : শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের আক্রমণের মুখে কোণঠাসা মোদি সরকার। তৃণমূলের চাপে লোকসভা এবং রাজ্যসভা— দুই কক্ষেই ব্যাকফুটে সরকারপক্ষ। এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সোমবার রীতিমতো ঝড় তুলল তৃণমূল। স্লোগান, পাল্টা-স্লোগানে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে লোকসভা মুলতুবি হয়ে যায় ৩ বার। রাজ্যসভা থেকে ওয়াক আউট করে তৃণমূল। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে সংসদে আলোচনা না করে সরকার পালাতে পারবে না, সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিনেই সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। কেন সরকার এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার কোনও নির্ঘণ্ট জানাচ্ছে না, রাজ্যসভায় প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সরকারের শুকনো আশ্বাসে তাঁরা বিশ্বাস করছেন না, জানিয়ে ডেরেক বলেন, সরকারের প্রতি তাঁদের 'ট্রাস্ট ডেফিসিট'(বিশ্বাসের অভাব) আছে। একই সুরে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন মোদি সরকারের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, ওদের আশ্বাসই সার। আসলে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই নেই মোদির সরকারের। বিরোধীদের দাবি মেনে রাজ্যসভায় সরকার এসআইআর নিয়ে আলোচনায় রাজি না হওয়ায় সভাকক্ষ থেকে ওয়াক আউট করে গোটা বিরোধী শিবির। শেষপর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করে দেওয়া হয় এদিনের মতো। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সোমবার

মুলতুবি রাজ্যসভা-লোকসভা

স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলবারও যদি এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া না হয়, তবে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়া মাত্রই লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদরা। নোটিশও দিলেন। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলালেন অন্যান্য বিরোধী সাংসদও। বিরোধীদের দাবি, প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি রেখে আলোচনা করতে হবে এসআইআর নিয়ে। শাসকদলের সাংসদরা ব্যাপক চেঁচামেচি জুড়ে দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠ চাপা দিতে চেষ্টা করে। এসআইআর নিয়ে আলোচনায় আপত্তি জানায়। আর এতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সভার পরিবেশ। বিরোধীরা রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভাষায় সুর চড়ান এসআইআর নিয়ে। অনড় থাকেন আলোচনার দাবিতে। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানান, এসআইআর নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে তিনি রাজি আছেন, কিন্তু প্রশ্নোত্তরপর্ব মুলতুবি রেখে নয়। তীব্র প্রতিবাদ জানান তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। ১১টায় সভা শুরুর মিনিট কুড়ির মধ্যেই মুলতুবি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। দুপুর ১২টা নাগাদ অধিবেশন আবার শুরু হলে নিবিড় সংশোধন নিয়ে আলোচনার দাবিতে ফের সোচ্চার হয় তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। বেগতিক দেখে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফের সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়। দুপুর দুটো নাগাদ ফের সভা শুরু হলেও এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফের উত্তাল হয়ে ওঠে সভা। তড়িঘড়ি করে সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয় এদিনের মতো। তবে মঙ্গলবারও যে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সংসদ উত্তাল হবে তা বিরোধীদের কথাতেই স্পষ্ট। তৃণমূল প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। বিজেপি-কমিশনের ভোট কারচুপির। বাদল অধিবেশের মতো এবারেও এই নিয়ে ঝড় তুলবে তৃণমূল।

মশলা বন্ড কেলেঙ্কারি ফের নোটিশ বিজয়নকে

তিরুবন্তপুরম: ঘোর বিপাকে কেরলের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিদেশি মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন বা ফেমায় বিজয়নকে নোটিশ ধরাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০০০ কোটি টাকার মশলা বন্ড দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে তাঁর। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেরলে গভীর অস্বস্তিতে শাসক সিপিএম। শুধু বাম মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য বিজয়ন নন, তাঁর ব্যক্তিগত সচিব এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী টমাস আইজ্যাককেও এই ঘটনায় যুক্ত করেছে ইডি। ২০১৯ সালে রাজ্যে মশলা বন্ড ছাড়াকে কেন্দ্র করেই এই দুর্নীতির অভিযোগ। কেরল পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল পর্ষদ এই আন্তর্জাতিক বন্ড ছেড়েছিল। প্রায় ২০০০ কোটি টাকা এর মাধ্যমে তোলা হয়েছিল বলে তথ্যের দাবি। পরে হিসেব কষে দেখা যায় অঙ্কটা প্রায় ২১৫০ কোটি টাকা। তদন্তের স্বার্থে নোটিশ পাঠানো হয়েছে পর্ষদের সিইও কে এম আব্রাহামকেও।

অস্বস্তিতে সিপিএম

মহিলা ব্যবসায়ীর ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল

মুম্বই: কোথায় নেমেছে বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি! এক ব্যবসায়ী মহিলাকে গান পয়েন্টে রেখে নগ্ন হতে বাধ্য করল এক নামী ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। শুধু তাই নয়, নগ্ন অবস্থায় তাঁর ছবি ও ভিডিও তুলেছে অভিযুক্ত। হুঁশিয়ারি দিয়েছে, নির্যাতনের বিষয়ে বাইরে মুখ খুললে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। ছড়িয়ে দেওয়া হবে ভিডিও। মহিলার অভিযোগ, নিজের অফিসে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই নির্যাতন চালিয়েছে ওষুধ কোম্পানিরকর্তা এই ঘটনা জানাজানি হতেই তোলপাড় বাণিজ্যনগরী মুম্বই। নির্যাতিত ওই ব্যবসায়ী মহিলা জয় এবং আরও ৫ জনের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির শারীরিক আক্রমণ ও ভয় দেখানোর অভিযোগ দায়ের করেছেন থানায়।

ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য নয়

নয়াদিল্লি: বিজেপির বিভ্রান্তির ফাঁদে পা দিয়ে শেষপর্যন্ত শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে হল নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় বসে থাকা বাংলাদেশ থেকে আসা একদল উদ্বাস্তুকে। তাঁদের হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল একটি এনজিও। কিন্তু সেই জনস্বার্থ মামলা শুনতে অস্বীকার করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সিএএ নিয়ে তাঁদের আবেদনগুলি এখনও প্রক্রিয়া করা হয়নি বলে শীর্ষ আদালতে জানান তাঁরা। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত অবশ্য বলেছেন, আমাদের সমস্যা হল, ধর্মের ভিত্তিতে আমরা পার্থক্য করতে পারি না। কেস-বাই-কেস পরীক্ষা জরুরি।

বিমানে শ্লীলতাহানি

নয়াদিল্লি: মাঝ আকাশেই যৌনহেনস্থার শিকার বিমানসেবিকা। দুবাই থেকে হায়দরাবাদমুখী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ২৯ নভেম্বর ঘটেছে এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। হায়দরাবাদে বিমানটি অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত সৌদি আরবের এক ইঞ্জিনিয়ারকে।

মেঘালয়ে ৫০০ শিশু-সহ ১০ হাজার মানুষ এইচআইভি পজিটিভ

শিলং: পাহাড়ি রাজ্যে চূড়ান্ত অবহেলিত জনস্বাস্থ্য। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে তো বটেই, মেঘালয়ে ব্যাপক হারে এইডস ছড়াচ্ছে শিশুদের মধ্যেও। সোমবার, ১ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। আর এই দিনেই রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মেঘালয়ের রিপোর্ট। রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা। যা চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। এই রাজ্যে ১০ হাজারের বেশি বাসিন্দা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসে আক্রান্ত। তার মধ্যে উদ্বেগজনক বিষয় ৫০০ শিশুর শরীরে মিলেছে এইডস। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা জয়ন্তিয়া হিলসে।

গত ২০ বছরে মেঘালয়ে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে

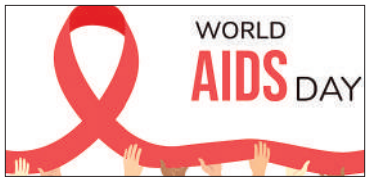

বেড়েছে। ২০০৫ সালের তুলনায় ২২০% হারে বেড়েছে সংক্রমণ। ভারতে এইচআইভি পজিটিভের হার প্রায় ০.২১%। এরমধ্যে শুধু মেঘালয়ে সংক্রমণের হার প্রায় ০.৪৩%, যা ভারতের প্রায় দ্বিগুণ।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, আক্রান্ত অধিকাংশ শিশুই আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের। যা রোগের সামাজিক মাত্রাটিকেও আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। মেঘালয় এইডস কন্ট্রোল সোসাইটির হিসাবে, প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ছাড়া যৌনসম্পর্কই সংক্রমণের মূল কারণ। অনেকে এখনও পরীক্ষায় অনীহা দেখাচ্ছেন, ফলে সময়মতো ধরা পড়ছে না বহু নতুন সংক্রমণ। সাম্প্রতিক সচেতনতা শিবির ও স্ক্রিনিংয়ে ৬ হাজার ৮৮২ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৪ জনের রিপোর্ট পজিটিভ।

এবার জমি দুর্নীতি মামলায় ব্রিটেনের সাংসদ তথা শেখ হাসিনার বোনঝি টিউলিপ সিদ্দিককে দু'বছরের কারাদণ্ড দিল ঢাকার বিশেষ আদালত। একই সঙ্গে ওই মামলাতেই কারাদণ্ড হয়েছে হাসিনা ও তাঁর বোন রেহানারও

'সময়মতো কাজ শেষ করতে পারলাম না'

আত্মহত্যার ঠিক আগে মর্মস্পর্শী ভিডিও মোরাদাবাদের বিএলওর

মোরাদাবাদ: উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে ৪৬ বছরের এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি পেশায় একজন শিক্ষক। আত্মঘাতী হওয়ার আগে নিজের যন্ত্রণার কথা ভিডিওতে রেকর্ড করেন তিনি। খোদ যোগীরাজ্যে এই ঘটনা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এসআইআরের নামে কীভাবে সীমাহীন চাপের মধ্যে কাজ করে যেতে হচ্ছে বুথ লেভেল অফিসারদের। যথেষ্ট সময় না দিয়ে বিজেপির নির্বাচনমুখী রাজনীতির চাপ ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বজ্ঞান আচরণের বলি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও বিএলওদের।

গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক বুথ-লেভেল অফিসার (বিএলও) অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করেছেন। এঁদের বেশিরভাগই শিক্ষক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিঠি লিখে কমিশনের কাজের চাপকে দায়ী করেছেন বিএলওরা। শুধু বিরোধী রাজ্যই নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও একই ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং তামিলনাড়ু-সহ মোট ১২টি রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে।

মোরাদাবাদের সাম্প্রতিক ঘটনাটিতে মৃত ব্যক্তির নাম সর্বেশ সিং, যিনি পেশায় একজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন এবং গত ৭ অক্টোবর তাঁকে প্রথমবার নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব, অর্থাৎ বিএলওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আত্মহত্যার আগে তিনি একটি ভিডিও রেকর্ড করেছিলেন

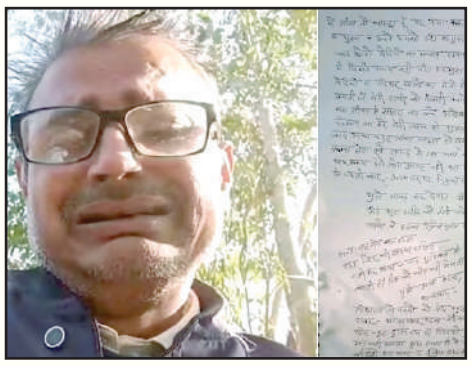

বলে এখন জানা যাচ্ছে। সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছেন যে কঠোর পরিশ্রম করার পরেও তিনি এই বিপুল কাজ শেষ করতে পারছেন না। ভিডিওতে তাঁকে গভীর অবসাদগ্রস্ত ও দিশাহারা দেখিয়েছে। চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি তাঁর মা ও বোনের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাড়ির ছোটদের যত্ন নিতে অনুরোধ করেন। ভিডিওটিতে তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যায়, মা, দয়া করে আমার মেয়েদের যত্ন নিও। আমাকে ক্ষমা কর। আমি কাজটা শেষ করতে পারলাম না। আমি একটি চরম পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। মৃত্যুর আগে তিনি আরও বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তের জন্য কাউকে দোষারোপ করা উচিত নয় এবং তাঁর পরিবারকে যেন এজন্য হেনস্থা করা না হয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সর্বেশ সিং বলেন, আমি গভীর কষ্টে আছি। গত ২০ দিন ধরে ঘুমাতে পারিনি। আমার চারটি ছোট মেয়ে। অন্যরা কাজ শেষ করতে পারছে, কিন্তু আমি পারছি না। বোনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমি এই পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। দুঃখিত বোন, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার বাচ্চাদের যত্ন নিও। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, রবিবার ভোরে তাঁর স্ত্রী বাবলি দেবী বাড়ির গুদাম ঘরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং স্থানীয় পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থল থেকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের উদ্দেশে লেখা দু'পাতার হাতে লেখা একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। নোটে মৃত বিএলও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারার জন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন। নোটে লেখা ছিল, আমি দিনরাত কাজ করছি কিন্তু এসআইআর-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারছি না। উদ্বেগের কারণে আমার রাত অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি মাত্র দুই-তিন ঘণ্টা ঘুমাই। আমার চারটি মেয়ে, তাদের মধ্যে দু'জন অসুস্থ। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। সিনিয়র পুলিশ অফিসার আশিসপ্রতাপ সিং সুইসাইড নোটের বিষয়বস্তু নিশ্চিত করে জানান, নোটে লেখা আছে যে তিনি বিএলওর কর্তব্যের বোঝা সামলাতে পারেননি। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুজকুমার সিং এই মৃত্যুর কথা স্বীকার করে ওই শিক্ষকের কাজের প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর কাজের মান ছিল চমৎকার। তাঁকে সহায়তা করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রশাসনিক ও পুলিশি উভয় তদন্ত চলছে। আমরা পরিবারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেব।

ভোটার তালিকা সংশোধনে বৈষম্য

অসমকে বাদ দিয়ে অন্যান্য রাজ্যে এসআইআর কেন?

সুপ্রিম কোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমের ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশন সেই রাজ্যে 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন'-এর পরিবর্তে 'স্পেশাল রিভিশন' পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসিআই-এর এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছেন গুয়াহাটি হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি মৃণালকুমার চৌধুরী। পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই পদক্ষেপটি স্বেচ্ছাচারী, বৈষম্যমূলক এবং এটি বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাত, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যখন অন্যান্য রাজ্যে 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন' চলছে, সেখানে অসমকে বিশেষ সুবিধাজনক প্রক্রিয়ার জন্য এককভাবে বেছে নেওয়ার অর্থ কী? 'স্পেশাল রিভিশন'-এ ভোটারদের নাগরিকত্ব, বয়স বা বসবাসের প্রমাণপত্র জমা দিতে হয় না। এর বিপরীতে, 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন'-এ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ন্যায্যতার প্রমাণ হিসেবে নথি দাখিল করা বাধ্যতামূলক। পিটিশনারের দাবি, অসমে অবৈধ অভিবাসনের ব্যাপক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজ্যে ভোটার যাচাই-বাছাইয়ের জন্য আরও কঠোর প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। পিটিশনে এর সমর্থনে বিভিন্ন পূর্ববর্তী সরকারি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অসমের তৎকালীন রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস কে সিনহার ১৯৯৭ সালের রিপোর্ট এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর বিবৃতি, যেখানে রাজ্যে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ অবৈধ অভিবাসীর উপস্থিতির কথা বলা হয়েছিল।

ভারত থেকে পাচার হওয়া কালো টাকার কোনও 'সরকারি হিসাব' নেই!

নয়াদিল্লি: রাজনৈতিক প্রচারে বিদেশে পাচার হওয়া কালো টাকা উদ্ধারে নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করে থাকে মোদি সরকার। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। আসলে দেশ থেকে পাচার হওয়া কালো টাকার সরকারি হিসাবই নেই কেন্দ্রের কাছে। লোকসভায় এই সংক্রান্ত

সংসদে জানাল কেন্দ্র

এক প্রশ্নের উত্তরে তা স্বীকার করেছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, আয়কর আইন, ১৯৬১ অথবা কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) ও কর আরোপ আইন, ২০১৫-তে 'কালো টাকা' বা 'ব্ল্যাক মানি' নামক কোনও নির্দিষ্ট শব্দবন্ধের ব্যবহার নেই। কেন্দ্রীয় অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, গত দশ বছর ধরে বছরভিত্তিক কত কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং দেশ থেকে বাইরে পাচার হয়েছে? এর জবাবে মন্ত্রী জানান যে, কালো টাকা (অঘোষিত বিদেশি আয় ও সম্পদ) ও কর আরোপ আইন, ২০১৫ কার্যকর হয় ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে। এই আইনের অধীনে, ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনমাসের এককালীন কমপ্লায়েন্স উইন্ডো চালু করা হয়েছিল। এই সময়ে অঘোষিত বিদেশি সম্পত্তির বিষয়ে মোট ৬৮৪টি ঘোষণা আসে, যার মূল্য ছিল ৪,১৬৪ কোটি টাকা। এই ঘোষণার ভিত্তিতে কর ও জরিমানা বাবদ প্রায় ২,৪৭৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও, ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত কালো টাকা আইনের অধীনে মোট ১,০৮৭টি অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। এই অ্যাসেসমেন্টগুলির মাধ্যমে কর ও জরিমানা বাবদ মোট ৪০,৫৬৪ কোটি টাকারও বেশি দাবি উঠেছে। ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই আইন অনুসারে ধার্য হওয়া কর, জরিমানা এবং সুদের বিপরীতে মোট ৩৩৯ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, গত দশ বছরে দেশ থেকে ঠিক কত পরিমাণ অঘোষিত আয় বা কালো টাকা বাইরে পাচার হয়েছে, সে বিষয়ে সরকারের কাছে কোনও নির্দিষ্ট ও সরকারি অনুমান নেই বলে মন্ত্রী জানান।

নজর কাড়ল পোষ্য...

সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিনেই এক বিরল দৃশ্য দেখা গেল সংসদ-চত্বরে। নিজের পোষা কুকুরটিকে নিয়ে সংসদে পৌঁছলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। পোষ্যপ্রেমী রেণুকার সারমেয়টি ভারতীয় প্রজাতির, স্বভাবেও অতি নিরীহ। কিন্তু তাকে নিয়েই বাধল বিতর্ক। কড়া আপত্তি জানাল বিজেপি শিবির। যদিও শান্ত পোষ্যটি সাংসদের গাড়ির ভিতরেই ছিল। উচ্চ-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে ব্যক্তিগত পোষ্য কীভাবে তা নিয়েও চর্চা হল। তবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সমালোচনা উড়িয়ে পোষ্যর মালকিন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী বললেন, আমার কুকুর ছোট্ট আর নিরীহ। ওকে নিয়ে উদ্বেগ কীসের? সাংসদের খোঁচা, সরকার হয়তো ভিতরে প্রাণীদের পছন্দ না করতে পারে, কিন্তু এতে সমস্যা কোথায়? এটি তো ক্ষুদ্র একটি প্রাণী, কাউকে কামড়াবে না। যাঁরা কামড়াতে পারেন, তাঁরা সংসদের ভিতরে আছেন।

ভারতীয় টাকার রেকর্ড অবনমন

নয়াদিল্লি: সোমবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় টাকা ১০ পয়সা কমে ৮৯.৫৬-তে বন্ধ হয়েছে। এটি এশিয়ার মুদ্রাগুলির মধ্যে বছরের শুরু থেকে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স করা মুদ্রা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যা এবছর ৪.৬ শতাংশ কমেছে। দিনের লেনদেনের সময় টাকা ৮৯.৯০ ডলারে পৌঁছে তার রেকর্ড সর্বনিম্ন স্তর স্পর্শ করে। এলকেপি সিকিউরিটিজের কমোডিটি ও কারেন্সি রিসার্চ অ্যানালিস্ট যতীন ত্রিবেদী জানিয়েছেন, ডলারের অব্যাহত শক্তি এবং বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী কার্যকলাপের মিশ্র প্রকৃতির কারণে রুপির সামগ্রিক প্রবণতা দুর্বল রয়েছে এবং এটি ধারাবাহিকভাবে ৮৯.২৫-এর কাছাকাছি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রথমবার বজ্রপাতের মতো ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভবিষ্যতে আরও উন্নত যন্ত্র ও সংবেদনশীল ক্যামেরা মঙ্গলে পাঠানো গেলে এই আবিষ্কার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে

মোবাইলের স্ক্রিনে শিশুর ভবিষ্যৎ

নোমোফোবিয়া, এ এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা, যখন মানুষ ফোন ছাড়া অস্থির ও উদ্বিগ্নতা অনুভব করে। প্রযুক্তির যুগে এই অদৃশ্য আসক্তি নীরবে বদলে দিচ্ছে আমাদের সামাজিক ও মানসিক ভবিষ্যতের মানচিত্র। লিখছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

আচ্ছা আপনিও কি আমার মতো একই দুশ্চিন্তায় ভুগছেন! দেখুন তো, কী মুশকিলটাই না হয়েছে আজকাল— আমার বাচ্চা দুটোও একেবারে মোবাইলের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কোনও দিকে হুঁশ নেই, আজ ওদের অ্যানুয়াল স্পোর্টস, জোর করে ফ্রগ রেসে নাম দিয়েছিলাম, ওরা তো কোনওভাবেই রাজি ছিল না। তবুও যাইহোক কোনওরকমে কোয়ালিফাই করল, তা আজকে ফাইনাল, একটু তো নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, না মোবাইলে মাথা গুঁজে গেম খেলছে! আমরা স্বামী-স্ত্রী পড়েছি মহা ঝামেলায়; ওদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই রাতের ঘুম উড়ে যায়। আপনারা কী বলছেন, পৃথিবীর প্রায় সব অভিভাবকই আজ চিন্তিত তাঁদের সন্তানদের ডিজিটাল স্ক্রিনের আসক্তির কথা ভেবে।

একটা সময় ছিল, যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই, মিঠে রোদ গায়ে মেখে পাড়ার মাঠে ছুটত বাচ্চারা— কারও হাতে বল, কারও হাতে ব্যাট, তো কারও পায়ে ফুটবল, কারও হাতে স্কিপিং, আবার কারও চোখে ঘুড়ির লাটাই। আজ সেই একই বিকেল যেন বন্দি হয়ে আছে আয়তাকার এক রঙিন স্ক্রিনের ভিতর। মাঠের বদলে তারা এখন মোবাইলে খেলছে ভার্চুয়াল দুনিয়ায়, বন্ধুদের সঙ্গে হাসির বদলে ইমোজিতে পাঠাচ্ছে আনন্দের প্রতীক— সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, মনখারাপ, প্রেম, বিরহ— সবকিছুই আজকাল যেন ওই ইমোজি আর ইমোটিকনের সরল সংস্করণ। আধুনিকতার এই মোহে শৈশব যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে তার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, কল্পনাশক্তি আর প্রাণের ছন্দ। প্রশ্ন উঠছে— এই ডিজিটাল বন্দিত্ব কি তাদের ভবিষ্যৎ আলোকিত করছে, নাকি নিঃশব্দে কেড়ে নিচ্ছে এই প্রজন্মের শৈশব?

তখনকার দিনে ভোরের আজান, কিংবা পাখির ডাক শুনে মানুষজনের ঘুম ভাঙত; আর এখন মোবাইলের অ্যালার্ম কিংবা নোটিফিকেশনের টুংটাং শব্দ! সবসময় মানুষ যেন ওই যন্ত্র টির ছোট্ট 'পিং' আওয়াজ শুনলেই সচেতন হয়ে উঠছে; তাঁর মন ও মনন যেন বশীভূত ওই স্মার্টফোন নামক যন্ত্রটির ইশারায়! কোনও অংশে কম যায় না বাচ্চারাও— তাদের শৈশবের উঠোনেও স্ক্রিনের ছায়া।

নোমোফোবিয়া কী

আজকের শিশুরা জন্ম নিচ্ছে এক ডিজিটাল পৃথিবীতে। লাট্টু, কাঞ্চি কিংবা গুলতির জায়গা নিয়েছে মোবাইলের স্ক্রিন। পাড়ায় পাড়ায় এখন খেলাধুলোর কলরবের জায়গায় সেখানে ভেসে আসে ভিডিও গেমের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। আজকাল আর পুতুল-বিয়ে হয় না— হয় স্যোশাল মিডিয়ায় চিটচ্যাট। দুঃখের বিষয়, অভিভাবকেরা নিজেরাই অনেক সময় ব্যস্ত জীবনের স্বস্তির জন্য অজান্তেই সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন বিনোদনের নামে এই যন্ত্র— যা শেষমেশ হয়ে উঠছে শিশুদের আসক্তি, মানসিক নির্ভরতার কারণ।

শিশুরা এখন টিফিনের ফাঁকে, পড়ার আগে-পরে, খাওয়ার সময় ও এমনকী বাথরুমেও মোবাইলের পর্দায় ডুবে থাকে। ইউটিউবের রঙিন ভিডিও, অনলাইন গেম, সোশ্যাল মিডিয়ার অজস্র উদ্দীপনা তাদের মস্তিষ্কে একধরনের তাৎক্ষণিক আনন্দ সৃষ্টি করে, যা ধীরে ধীরে পরিণত হয় আসক্তিতে। এর ফলে মনোযোগে ভাঙন আসে, সৃজনশীলতা ও সামাজিক যোগাযোগ কমে যায়, এমনকী ঘুম ও আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়।

মোবাইল আজ শিশুদের বন্ধু হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই বন্ধুত্বের ভেতরেই লুকিয়ে আছে এক নীরব বিপদ— মনোযোগহীন প্রজন্মের সম্ভাবনা। ছোট-বড় সকলেই যেন আজ মোবাইল ছাড়া এক সেকেন্ডও চলতে অক্ষম। রীতিমতো তারা মোবাইল ছাড়া অবসাদে ভুগতে শুরু করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতিকে 'নোমোফোবিয়া' বলা হয়েছে। নোমোফোবিয়া অর্থাৎ 'নো মোবাইল ফোন ফোবিয়া'। তাই অবিলম্বে প্রয়োজন সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, যেন শিশুরা স্ক্রিন নয়, বাস্তব পৃথিবীর আলোয় বড় হতে পারে। আজকের দিনে আমাদের এই মোবাইল নির্ভরতারই নতুন নাম নোমোফোবিয়া— অর্থাৎ মোবাইল ফোন ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে না পারার অদৃশ্য আতঙ্ক। ২০০৮ সালে ব্রিটেনের এক গবেষণায় শব্দটির জন্ম। সমীক্ষায় দেখা গেছে, অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ফোন হারিয়ে গেলে বা নেটওয়ার্ক না পেলে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। সেই গবেষণার এত বছর পর, আজ এ-ভয় আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম, আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে, বিশেষ করে শিশুদের কথা ভেবে!

এর প্রভাব

কবে যে অভ্যাসের আড়ালে আসক্তি তৈরি হয়ে গেছে তার টের পাওয়ায় যায়নি। সুবিধার প্রতীক থেকে মোবাইল এখন হয়ে উঠেছে জীবনের নিয়ন্ত্রক। কেউ ব্যাটারি শেষ হলে অস্থির হয়ে ওঠেন, কেউ বারবার ফোন চেক করেন, কেউ-বা অকারণে নোটিফিকেশন দেখেন। এই আচরণ কেবল অভ্যাস নয়, মানসিক নির্ভরতার লক্ষণ। আমরা তথ্যের স্রোতে এতটাই অভ্যস্ত যে এক মুহূর্ত মোবাইল কাছে না থাকলে মনে হয়, পৃথিবীটা যেন থেমে গেছে। ফোন যেন ক্রমশ আমাদের অন্তর্গত স্নায়ুতন্ত্রেরই একটি অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

নোমোফোবিয়ার প্রভাব শুধু যে মনস্তাত্ত্বিক তা নয়, সামাজিকও। অনবরত মোবাইল ঘাঁটলে স্ক্রিনের আলো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়, মনোযোগ দুর্বল হয় নোটিফিকেশনের টানে। সরাসরি আলাপ কমে যায়, সম্পর্কগুলোতে জমে যায় ডিজিটাল ছত্রাক! মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি এক ধরনের আচরণগত উদ্বেগ, কিন্তু সাহিত্যের দৃষ্টিতে এটি আধুনিক নিঃসঙ্গতার প্রতীক। আমরা যত মোবাইলে মগ্ন হচ্ছি, ততই নিজেদের ভেতরের সত্তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

আসক্তি মুক্তি

তবে এই আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব নয়, জরুরি কেবল সচেতনতা আর সংযম। দৈনিক অন্তত এক ঘণ্টা রাখুন 'নো ফোন টাইম'— নিজের সঙ্গে থাকার সময়। ঘুমানোর আগে মোবাইল বন্ধ করে বইয়ের আলোয় ডুব দিন। বন্ধুদের সঙ্গে মেসেজ না করে দেখা করুন সরাসরি। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি বা ডিজিটাল ডিটক্স প্রয়োগ করতে পারেন। প্রযুক্তি আমাদের দাসত্বে ফেলছে না— আমরাই তাকে সে অধিকার দিচ্ছি।

অল্প অল্প করে আত্মনিয়ন্ত্রণই পারে এই শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি দিতে।

নোমোফোবিয়া কোনও রোগের নাম নয়, এটি সময়ের প্রতিফলন। মানুষ প্রযুক্তি তৈরি করেছে নিজের জীবন সহজ করতে, কিন্তু সেই প্রযুক্তিই যখন মন ও মস্তিষ্ককে বন্দি করে ফেলে, তখন থামতে হয়— একটু নিঃশ্বাস নিতে হয়। ফোন আমাদের হাতের যন্ত্র, হৃদয়ের মালিক নয়। এই সত্যটা মনে রাখলেই আমরা আবার প্রকৃতির, সম্পর্কের, জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি। কারণ, জীবনের আলো কখনও স্ক্রিনে নয়— থাকে মানুষের চোখে, মনে, ও নীরবতায়। তাই সচেতন অভিভাবক হিসেবে আমাদের উচিত বাচ্চাদের হাতে মোবাইলের পরিবর্তে এমন কিছু তুলে দেওয়া যা তাদের পূর্ণ মানসিক, শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হবে।

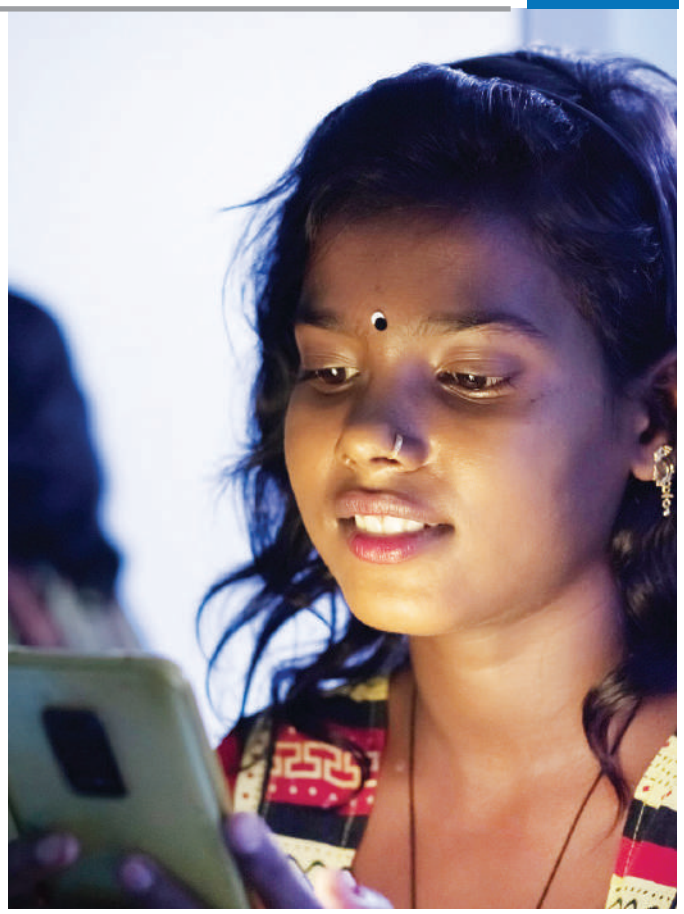

ব্যক্তিগত কারণে ভারতীয় মহিলা হকি দলের কোচের দায়িত্ব ছাড়লেন হরেন্দ্র সিং

বিরাটের খেলা দেখেই বড় হয়েছি : জানসেন

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : রাঁচিতে তাঁর বলেই বাউন্ডারি মেরে ৫২তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। সেই মার্কো জানসেন জানিয়েছেন, ছোটবেলায় টিভিতে কোহলির খেলা দেখেই বড় হয়েছেন। তাই তাঁকে বল করে একইসঙ্গে যেমন আনন্দ পেয়েছেন, তেমন অস্বস্তিতেও পড়েছেন।

সিরিজের প্রথম ম্যাচে দারুণ লড়াই করেও বিরাটের ইনিংসের কারণে হেরে ০-১ পিছিয়ে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়া অলরাউন্ডার বলেছেন, বিরাটকে খেলতে দেখতে দারুণ লাগে। ছোটবেলায় টিভিতে ওর খেলা দেখে বড় হয়েছি। এখন ম্যাচে ওকে বল করতে পারছি, এর থেকে আনন্দের কিছু হয় না। একইসঙ্গে এটা মজা এবং অস্বস্তিকরও। কারণ, বিরাট সবেতেই দক্ষ। ড্রাইভ, পুল শট, কাট, প্যাডে খেলা— সবেতেই নিখুঁত। সেই ছোটবেলায় বিরাটকে যেরকম দেখেছিলাম, এখনও একইরকম। খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। দীর্ঘক্ষণ ধরে ব্যাটিং করে যায়।

২০১৭-'১৮ মরশুমে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের সময় ভারতীয় শিবিরে নেট বোলার ছিলেন জানসেন। বিরাটকে নেটে প্রচুর বল করেছিলেন সেদিনের ১৭ বছরের কিশোর। সেই স্মৃতিতে ডুবে জানসেন বলেছেন, বিরাটের মতো বিশ্বমানের ব্যাটারদের আউট করা সবসময় কঠিন। ছন্দ একবার পেয়ে গেলে থামানো সহজ হয় না। আমি সবসময় তাদের প্রথম ১০-১৫ বলের মধ্যে আউট করার চেষ্টা করি। একবার উইকেটে থিতু হয়ে গেলে ওদের থামানো খুবই কঠিন হয়ে যায়। তখন পরিকল্পনা বদলাতে হবে। প্ল্যান 'বি' অথবা 'সি' তৈরি রাখতে হবে।

সিরিজে প্রত্যাবর্তনের আশায় জানসেন। তিনি বলেন, আমরা এখানে খারাপ করিনি। ভারত শুরুতেই উইকেট তুলে নেওয়ায় আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে যায়। পরে আবার ফিরে আসি। আশা করি, আমরা পরের ম্যাচে জিতব।

'১৭-১৮ মরশুমে ভারতের নেটে বিরাটের সঙ্গে জানসেন। (বাঁদিকে তৃতীয়)

হর্ষিত-বন্দনায় ব্যাটিং কোচ

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : রাঁচির বাইশ গজে বিরাট কোহলির শাসনের পর নতুন বলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন হর্ষিত রানা। নিজের প্রথম ওভারেই ফিরিয়ে দেন রায়ান রিকলটন এবং কুইন্টন ডি'ককে। পরে উইকেটে জমে যাওয়া ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকেও আউট করেন হর্ষিত। শুরুর ধাক্কা সামলে ভারতকে চাপে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা মরিয়া লড়াই চালিয়ে ম্যাচ নিয়ে গিয়েছিলেন শেষ ওভার পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতার পর ভারতীয় শিবিরে চর্চায় হর্ষিত। তরুণ পেসারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দলের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক। ভারতের ব্যাটিং কোচের কথায়, এই উইকেটে ৩৫০ রান যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর মাঠে প্রচুর শিশির পড়ায় বোলারদের কাজটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। বল ভাল করে গ্রিপ করাই যাচ্ছিল না। পিচে স্কিড করে বল সোজা ব্যাটে আসছিল। শুরুতে উইকেট তুলে নেওয়ায় হর্ষিতের বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য। তা না হলে শিশিরের প্রভাবে এই ৩৪৯ রান রক্ষা করতে পারতাম না আমরা। ওরা সহজেই রান তুলে দিতে পারত। সিতাংশু আরও বলেন, হর্ষিত বল সুইং করিয়েছে, ঠিক জায়গায় বল রেখেছে। কোকাবুরা বল সাধারণত ৪-৫ ওভার সুইং করে। হর্ষিত সময়ের সদ্ব্যবহার করেছে।

বিরাট ভাইয়ে মজে কুলদীপ ও তিলক

রাঁচি, ১ ডিসেম্বর : রাঁচিতে বিরাট কোহলির দুরন্ত সেঞ্চুরি মন জয় করে নিয়েছে দুই সতীর্থ কুলদীপ যাদব ও তিলক ভার্মার। সোমবার বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওতে নিজেদের মুগ্ধতা উজাড় করে দিয়েছেন দু'জনে।

কুলদীপ বলেছেন, বিরাট ভাই যেভাবে ব্যাট করল, দেখে মনে হচ্ছিল ৮-৯ বছর আগে ফিরে গিয়েছে। ঠিক যেভাবে ২০১৭, ২০১৮ বা ২০১৯ সালে ব্যাট করত। অসাধারণ একটা ইনিংস খেলল। ওকে দেখে দারুণ আত্মবিশ্বাসী লাগছিল। কী সব শট বেরিয়েছে ওর ব্যাট থেকে! বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার আরও বলেছেন, বিরাট ভাই টিমে থাকলে খুব ভাল লাগে। বল করার সময় কিছু না কিছু পরামর্শ দিতেই থাকে। ওর মতো সিনিয়াররা মাঠে থাকলে, আত্মবিশ্বাসটাই বেড়ে যায়। গোটা দলের মধ্যে আলাদা একটা শক্তি ও মনোবল চলে আসে। সেটা গতকাল মাঠেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট ভাইকে সতীর্থ হিসাবে পেয়েছি। আমরা ভাগ্যবান।

অন্যদিকে, এই প্রথমবার চোখের সামনে বিরাটের ব্যাট থেকে সেঞ্চুরি দেখেছেন তিলক। বিশ্বাসই করতে পারছেন না বাঁ হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার। তিলক বলছেন, প্রথমবার সামনে থেকে বিরাট ভাইয়ের সেঞ্চুরি দেখলাম! অসাধারণ অভিজ্ঞতা। গত ১৭ বছর ধরে একই ফর্মে খেলে যাচ্ছে। ব্যাটিং, ফিল্ডিং— সবেতেই সেরা। ওর থেকে অনেক কিছু শিখছি। কীভাবে ফোকাস ধরে রাখতে হয়, সেটা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। আমি সুযোগ পেলেই বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি। ওর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি। প্রসঙ্গত, বিরাট নিজেও উপভোগ করছেন গোটা পরিস্থিতি। সাফ জানিয়েছেন, মাঠের প্রস্তুতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না। বরং নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজেকে তৈরি রাখেন। কঠোর পরিশ্রমই তাঁর ফিটনেসের রহস্য।

১০ জনের চেলসিকে হারাতে ব্যর্থ আর্সেনাল

লন্ডন, ১ ডিসেম্বর : ম্যাচের ৩৮ মিনিটেই লাল কার্ড দেখেছিলেন চেলসির মইসেস কাইসেডো। অথচ সেই সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ আর্সেনাল। প্রতিপক্ষকে বাকি সময় ১০ জনে পেয়েও ১-১ ড্র করেছে মিকেল আর্তেতার দল।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৩৮ মিনিটে আর্সেনালের মিকেল মরিনোকে বিশ্রী ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন কাইসেডো। তবে ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে চেলসি। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হলেও, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চেলসিকে এগিয়ে দেন ট্রেভো চালোবা। সতীর্থ রিস জেমসের নেওয়া কর্নারে অসাধারণ হেডে বল জালে জড়ান চালোবা। যদিও সমতা ফেরাতে খুব বেশি সময় নষ্ট করেনি আর্সেনাল। ৫৯ মিনিটে বুকায়ো সাকার নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে ১-১ করেন মিকেল মোরেনো।

ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও জয়সূচক গোলের দেখা পায়নি আর্সেনাল। ভাগ্য ভাল যে, হোঁচট খেলেও প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষস্থান নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে আর্সেনাল। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩০। সমান ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ১৩ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে চেলসি। প্রিমিয়ার লিগের অন্য একটি ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল ২-০ গোলে হারিয়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে। এই ম্যাচে মহম্মদ সালাহকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। লিভারপুলের হয়ে গোল করেন আলেকজান্ডার ইসাক ও কোডি গাকপো।

ম্যাচের একটি উত্তেজক মুহূর্ত।

ফের ড্র, দুইয়ে নামল রিয়াল

মাদ্রিদ, ১ ডিসেম্বর : জিরোনার সঙ্গে ১-১ ড্র করে লা লিগার শীর্ষস্থান হাতছাড়া রিয়াল মাদ্রিদের। ম্যাচটা জিতলেই বার্সেলোনাকে টপকে এক নম্বরে উঠে আসতেন কিলিয়ান এমবাপেরা। কিন্তু পয়েন্ট নষ্ট করার খেসারত দিতে হল জাবি আলোন্সোর দলকে। এই লিগে স্প্যানিশ লিগে টানা তিন ম্যাচ ড্র করল রিয়াল। ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তারা আপাতত দ্বিতীয় স্থানে। সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

বিপক্ষের মাঠে শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলেছে রিয়াল। কিন্তু বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হলেও, লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি এমবাপে, ভিনিসিয়াস, বেলিংহ্যামরা। উল্টে প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে আজেদিন ওনাহির গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। হারের আশংঙ্কা যখন রিয়াল সমর্থকদের চেপে ধরেছে, তখনই ত্রাতার ভূমিকা নেন এমবাপে। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ১-১ করেন ফরাসি তারকা। যা চলতি মরশুমে এমবাপের ২৩তম গোল।

ক্লাবের মোট গোলসংখ্যার (৪১টি) ৫৬ শতাংশ একাই করেছেন তিনি। সংযুক্ত সময়ে এমবাপের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। নইলে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত রিয়াল।

বিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে টপকে গোলের খোঁজে এমবাপে।

ম্যাচের পর হতাশ এমবাপে বলেন, আমরা ম্যাচটা জিততে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা হল না। তবে লিগের এখনও অনেক বাকি। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে দল হিসাবে আমরা কতটা যোগ্য। রিয়াল কোচ আলোন্সোর বক্তব্য, প্রাধান্য রেখেও পয়েন্ট নষ্ট করে হতাশ। নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে পরের ম্যাচগুলো জেতার জন্য ঝাঁপাতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

2 December, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

ব্রিসবেনের দিন-রাতের টেস্টের আগে চোট সারিয়ে নেটে ফিরলেন উসমান খোয়াজা

সন্তোষ-ট্রায়ালে সায়ন, তন্ময়রাও

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির জন্য বাংলা দলের ট্রায়ালে সোমবার প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাবগুলির ফুটবলারদের ডাকা হয়েছিল। সেখানে তিন প্রধানের ফুটবলাররাও মহামেডান মাঠে ট্রায়ালে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনের অধীনে ট্রায়াল দিতে দেখা গিয়েছে কলকাতা লিগের ডার্বিতে গোল করা ইস্টবেঙ্গলের সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এছাড়াও লাল-হলুদের শ্যামল বেসরা, তন্ময় দাসরাও ছিলেন ট্রায়ালে। মোহনবাগানের হয়ে ট্রায়ালে যোগ রিজার্ভ দলের পাসাং দোরজি তামাং, শিবম মুণ্ডাদের।

মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২৩ টি-২০ ট্রফি এলিটের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। সোমবার তিতাস সাধুরা ৬৬ রানে হারিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরকে। এই নিয়ে গ্রুপ পর্বের পাঁচটি ম্যাচই জিতল বাংলা। প্রথমে ব্যাট করে ১৮.৫ ওভারে ১৩৯ রান তুলেছিল বাংলা। প্রতিভা মাণ্ডি সর্বোচ্চ ৪২ বলে ৪৫ রান করেন। জবাবে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৭৩ রানেই আটকে যায় জম্মু ও কাশ্মীর।

চাপে বাংলা

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে চাপে বাংলা। সোমবার ম্যাচের প্রথম দিনেই পড়ল ১৫ উইকেট! ছত্তিশগড়ের ইনিংস ১৭৫ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বাংলার স্কোর ৫ উইকেটে ৪৮ রান। ক্রিজে ব্যাট করছেন বিরাট চৌহান (অপরাজিত ১১) ও আশুতোষ কুমার (অপরাজিত ১৭)। এর আগে বিপক্ষকে দুশোর কমে আটকে রাখতে বল হাতে বড় ভূমিকা পালন করেন বাংলার বিরাট ও কুশল গুপ্ত। দু'জনেই চারটি করে উইকেট দখল করেন।

সেরা সলমন

প্রতিবেদন : সিএবি ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছেন প্রতিশ্রুতিমান তরুণ সলমন আহমেদ। চলতি জেসি মুখোপাধ্যায় টি-২০ টুর্নামেন্টেও ধারাবাহিকভাবে রান করছেন সলমন। টুর্নামেন্টে টানা তিন ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে বাংলার নির্বাচকদের নজরে রাজস্থান ক্লাবের এই ব্যাটার। গত রবিবারও সলমনের ৬০ রানের ইনিংসে ভর করে কুমারটুলি ইনস্টিটিউটকে হারিয়েছে রাজস্থান।

কাল ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠক ক্রীড়ামন্ত্রকের

প্রতিবেদন : আইএসএল ও আই লিগ নিয়ে জটিলতা কি অবশেষে কাটতে চলেছে? উত্তর জানা যেতে পারে বুধবার। ভারতীয় ফুটবলে কাল গুরুত্বপূর্ণ দিন। ফেডারেশনের ব্যর্থতায় দেশের মুখরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। বুধবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক দুপুর থেকে ধাপে ধাপে বৈঠক করবে আইএসএল ও আই লিগের ক্লাব, আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল, দরপত্রের আহ্বায়ক, সম্প্রচারকারী সংস্থা ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে। সূত্রের খবর, লিগের একটা খসড়া নিয়ে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে ক্রীড়ামন্ত্রক। ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে বৈঠকের কথা ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিনিধিদেরও।

প্রথমে দুপুর দেড়টায় আইএসএলের ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠক হবে। এরপর দুপুর ২.১৫তে আই লিগের ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠক সারবে ক্রীড়ামন্ত্রক। ৩টের সময় এফএসডিএলের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক। এরপর বিকেল সাড়ে ৩টের সময় বাকি আগ্রহী বিডারদের সঙ্গে আলোচনা হবে। বিকেল ৪টের সময় সম্প্রচারকারী সংস্থার সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। সাড়ে ৪টের সময় সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে একযোগে আলোচনায় বসবে ক্রীড়ামন্ত্রক।

গত ২১ নভেম্বর আইএসএল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন বিচারপতি পিএস নরসীমা এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন, বিষয়টির উপর ক্রীড়ামন্ত্রক নজর রাখছে। আদালতের কাছে দু'সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। আইএসএল শুরু করার আশ্বাস দিয়ে সরকারের উদ্যোগের কথা আদালতকে জানানো হয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ফুটবলের ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করছে, এমন বার্তা যেন না ছড়ায়। এখন দেখার বুধবার কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসে কি না! বৈঠকে লিগের রূপরেখা চূড়ান্ত হলে তা সুপ্রিম কোর্টকে জানাতে হবে।

সামনে হিমাচল ফিরছেন মুকেশ

প্রতিবেদন : অভিষেক শর্মার তাণ্ডবে পাঞ্জাবের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে নেট রান রেটে অনেক পিছিয়ে পড়েছে বাংলা। শীর্ষস্থান থেকে এক ধাক্কায় গ্রুপ 'সি'-তে চারে নেমে গিয়েছে দল। এই অবস্থায় মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০'র নক আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে বাকি চারটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ মহম্মদ শামিদের কাছে। মঙ্গলবার হায়দরাবাদের জিমখানা গ্রাউন্ডে বাংলার প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ। যারা পয়েন্ট টেবলে বাংলার (৩ ম্যাচে ৮) ঠিক পরে পাঁচ নম্বরে (৩ ম্যাচে ৪) থাকলেও নেট রান রেটে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের থেকে এগিয়ে রয়েছে তারা।

বৈভব অরোরাদের বিরুদ্ধে বড় জয় ফের পয়েন্ট টেবলে প্রথম দুইয়ে তুলে দিতে পারে বাংলাকে। সেই লক্ষ্যেই নতুন লড়াইয়ে নামছেন অভিষেক পোড়েলরা। প্রথম একাদশে পরিবর্তন নিশ্চিত। পরপর ম্যাচ হওয়ায় সবাইকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। পেস আক্রমণেও সম্ভবত বদল হচ্ছে। আগের ম্যাচে আকাশ দীপ ফিরেছিলেন। এবার চোট সারিয়ে ফিরছেন মুকেশ কুমার। তবে কার জায়গায় তিনি খেলবেন, সিদ্ধান্ত ম্যাচের আগে নেবে দল। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বললেন, পারিবারিক কারণে শাহবাজকে ছাড়তেই হচ্ছে। ও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তবে দল হিসেবে আমাদের ভাল ক্রিকেট খেলে জিততে হবে।

শামিকে মিস করছি: কাইফ

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর : মহম্মদ শামির হয়ে ব্যাট ধরলেন মহম্মদ কাইফ। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার প্রশ্ন তুলেছেন, কেন শামিকে জাতীয় দলে ফেরানো হবে না? রাঁচিতে আয়োজিত প্রথম একদিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেও, একটা সময় প্রোটিয়া ব্যাটারদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা। কাইফ বলছেন, কেন শামিকে একদিনের দলে রাখা হল না? এটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য খুব জরুরি একটা প্রশ্ন। এই সিরিজে বুমরা ও সিরাজকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শামি দলে থাকলে, তরুণ পেসারদের নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারত। কাইফের সংযোজন, শামি কতবড় বোলার, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাটা পিচেও উইকেট তুলতে পারে। এই ভারতীয় দলে কোনও অভিজ্ঞ জোরে বোলার নেই। শামি থাকলে অর্শদীপ, হর্ষিত, প্রসিধরা আরও অনেক চাপমুক্ত হয়ে বল করতে পারত। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শামি ওদের বাড়তি সাহায্য করতে পারত। আমার তো মনে হচ্ছে, ভারতীয় দল শামিকে মিস করছে।

মোহনবাগানের প্রস্তুতি শুরু

খেলা না থাকায় হতাশ কামিন্সরা

অনুশীলনে কামিন্স-ম্যাকলারেন।

প্রতিবেদন : আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় অনুশীলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোহনবাগান। প্রায় একমাস পর ফের শুরু হল সবুজ-মেরুনের অনুশীলন। ময়দানে ক্লাব মাঠেই এদিন বিকেলে অনুশীলনে নেমে পড়েন বাগানের দেশি-বিদেশি ফুটবলাররা। তবে ভিসা হাতে না পাওয়ায় নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরা এখনও শহরে এসে পৌঁছতে পারেননি। বিমান বিভ্রাটের কারণে প্রথম দিন অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি আলবার্তো রডরিগেজ। বুধবার অনুশীলনে যোগ দেবেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন, মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদের তরতাজা অবস্থায় দেখা গিয়েছে প্রথম দিনের অনুশীলনে। কিন্তু খেলা না থাকায় প্রচণ্ড হতাশ ফুটবলাররা।

অনুশীলন শেষে মোহনবাগান তাঁবুতে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের কাছে কামিন্স জানতে চান, আপনারা জানেন কবে থেকে আইএসএল শুরু হবে? জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে লিগ শুরুর সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে স্বস্তি পান বাগানের অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার। কামিন্স বলেন, খেলতে না পেরে প্রচণ্ড হতাশ আমরা। এভাবে কী বসে থাকা যায়? মাঠে নামার জন্য আর তর সইছে না। লোবেরা এসে না পৌঁছনোয় মোহনবাগানে প্রথম দিন ফুটবলারদের অনুশীলন করান সহকারী কোচরা। ম্যানেজমেন্টের আশা, ভিসা পেলেই দ্রুত কলকাতার বিমান ধরবেন নতুন হেড কোচ। প্রথম দিন কিছু ফিজিক্যাল ড্রিলের পাশাপাশি মাঠ ছোট করে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে দেখা যায় ফুটবলারদের। কামিন্স, ম্যাকলারেন, মনবীর, সাহালদের বেশ ফিট লেগেছে। কয়েকটি ভাল গোল করেন জেমি, কামিন্স, মনবীররা।

জয়ের চোট নিয়ে অস্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

গোয়ায় প্রস্তুতি জিকসনদের।

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর সুপার কাপের সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে লেফট ব্যাক জয় গুপ্তার চোট চিন্তা বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোকে। রবিবার অনুশীলনে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন জয়। সোমবার হোটেলেই বিশ্রাম নিয়েছেন ফুটবলাররা। জানা গিয়েছে, জয়ের চোটের স্ক্যান রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে দল। তবে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডারের চোট গুরুতর নয় বলেই খবর। সেমিফাইনালে জয়কে প্রথম একাদশে রেখেই রণকৌশল তৈরি করছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। চোটে অস্বস্তি বাড়লেও জয়কে পাঞ্জাব ম্যাচে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী অস্কার।

ডেম্পোর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় এবং সাউল ক্রেসপো, হিরোশি ইবুসুকি, হামিদরা গোল পাওয়ায় স্বস্তি পাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। অস্কার মনে করেন, সুপার কাপে ট্রফি জয় সম্ভব।

বিরাটের পা জড়িয়ে ধরা বাংলার সৌভিক মুর্মু এখনও রাঁচি পুলিশের হেফাজতে

একসঙ্গে অনেক জবাব দিয়ে গেলেন কিং কোহলি

অলোক সরকার • রাঁচি

১ ডিসেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁর চিরকালীন ক্যাপ্টেন। বিরাট কোহলি কথাটা অনেকবার বলেছেন। তাঁর শহরে একসঙ্গে অনেক জবাব দিয়ে গেলেন তিনি।

বোর্ড সবে তাঁর আর রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল। বিরাট ১৩৫ রান করে পাল্টা বার্তা দিলেন। কোহলিয়ানা জারি আছে। তিনি নিজের শর্তেই খেলবেন। গম্ভীর-আগারকর সুর বেঁধে দেবেন আর তিনি সেই সুরে গলা সাধবেন, তা হবে না।

আরও আছে। গম্ভীররা জাতীয় দলে বিবেচিত হওয়ার শর্ত বেঁধে দিয়েছিলেন। সেটা এই যে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। তাই যদি হয় তাহলে বিরাটকে দিল্লির হয়ে মুস্তাক আলিতে খেলতে হত। তিনি খেলবেন? রাঁচি ম্যাচের পর কিং কোহলি তাতেও চালিয়ে খেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কোনও দিনই বেশি প্রস্তুতিতে বিশ্বাস করিনি। আমার কাছে মানসিক দিকটা বেশি জরুরি। ওটা হলে বাকিটা এমনিই হয়ে যায়।

গুয়াহাটি বিপর্যয়ের পর বিরাটকে টেস্টে ফিরিয়ে আনার জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছিল। বিরাট তাতেও জল ঢেলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এখন একটা ফর্ম্যাটই খেলি। আর কিছু ভাবছি না। শেষমেশ পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে বোর্ড সচিব দেবজিৎ শাইকিয়াকে বিবৃতি দিয়ে বলতে হল, আমরা এরকম কিছু ভাবিনি। বিরাটকে নিয়ে যা চলছে সেটা জল্পনা। একে গুরুত্ব দেবেন না।

ব্যাপারটা অবশ্য এখানেই থামেনি। একদিনের সিরিজের অধিনায়ক কে এল রাহুল বিরাট ও রোহিতকে নিয়ে মন ছুঁয়ে যাওয়া বার্তা দিয়েছেন। খেলার পর রাহুল বলেন, রোহিত-বিরাটকে এভাবে খেলতে দেখলে ভীষণ আনন্দ হয়। ওরা বিপক্ষকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছে। ওরা বুঝিয়েছে কেন ওরা এই জায়গায়। ওদের অনেক বছর ধরে দেখছি। ড্রেসিংরুমে ওদের দেখলে খুব আনন্দ হয়।

এদিকে, গম্ভীরের সঙ্গে বিরাটের সম্পর্ক যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে রাঁচি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর। সেঞ্চুরি করে ড্রেসিংরুমে ফেরার পর বিরাটকে জড়িয়ে ধরেছিলেন গম্ভীর। তবে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর পুরস্কার হাতে বিরাট যখন ড্রেসিংরুমে ফিরছেন, তখন সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন গম্ভীর। কিন্তু কোচকে পাত্তাই দেননি বিরাট। পকেট থেকে মোবাইল বের করে সেদিকে তাকাতে তাকাতে ড্রেসিংরুমে ঢুকে যান। গম্ভীরের দিকে ফিরেও তাকাননি। পরে টিম হোটেলে ফেরার পর, অধিনায়ক কে এল রাহুল যখন জয়ের উৎসব পালনে কেক কাটছেন, তখনও বিরাট তাতে যোগ দেননি। সতীর্থদের হাত তুলে আনন্দ করতে বলে তিনি সোজা লিফটের দিকে এগিয়ে যান। লিফটের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন গম্ভীর। কিন্তু এবারও কোচকে উপেক্ষা করে সোজা লিফটের ভিতরে ঢুকে যান বিরাট।

শুভমনের রিহ্যাব শুরু, ফিট হার্দিক

বেঙ্গালুরু, ১ ডিসেম্বর : ভারতীয় শিবিরের জন্য সুখবর। সোমবার থেকে বেঙ্গালুরু সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব শুরু করলেন শুভমন গিল। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পর ২২ গজে ফেরার পথে হার্দিক পান্ডিয়া। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ। কোনও অঘটন না ঘটলে, ওই সিরিজেই হার্দিককে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে। চেষ্টা চলছে শুভমনকে খেলানোরও।

বোর্ড সূত্রের খবর, শুভমন গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার বিমানযাত্রা করেছে। এতবার বিমানযাত্রার পরেও ওর ঘাড়ে কোনও সমস্যা হয়নি। সোমবার থেকে বেঙ্গালুরুতে রিহ্যাব শুরু করছে। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে টি-২০ সিরিজের আগেই পুরো ফিট হয়ে ওঠে। তবে ওর ব্যাপারে বোর্ড কোনও তাড়াহুড়ো করতে রাজি নয়। ১০০ শতাংশ ফিট হলে তবেই ওকে দলে ফেরানো হবে।

শুভমনের জন্য বিশেষ রুটিন তৈরি করে দিয়েছিলেন মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভয় নেনে এবং বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম। সেই রুটিন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন শুভমন। সম্প্রতি মুম্বইয়ে ফিজিওথেরাপি সেশনেও অংশ নিয়েছিলেন। এদিকে, বোর্ডের মেডিক্যাল টিম হার্দিককে পুরোপুরি ফিট সার্টিফিকেট দিয়েছে। গত ২১ থেকে ৩০ নভেম্বর বেঙ্গালুরু সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে টানা রিহ্যাব করেছেন হার্দিক। ফিটনেস টেস্টে পাশও করেছেন। ইতিমধ্যেই বরোদার হয়ে মুস্তাক আলির ম্যাচ খেলার জন্য হায়দরাবাদে পৌঁছে গিয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার। মঙ্গলবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে হার্দিকের খেলার সম্ভাবনা প্রবল।

গম্ভীর-আগারকরকে জরুরি তলব বোর্ডের

মুম্বই, ১ ডিসেম্বর : কথা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ শেষ হলে বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। কিন্তু সিরিজের মাঝপথেই গম্ভীর ও আগারকরকে জরুরি তলব করল বিসিসিআই! বুধবার রায়পুরে একদিনের সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। তার আগেই বোর্ডের বৈঠকে যোগ দেবেন গম্ভীর-আগারকর জুটি।

বোর্ডের প্রশ্নের মুখে গম্ভীর-আগরকর।

গত কয়েক মাস ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে দল নির্বাচন নিয়ে যে ডামাডোল চলছে, তাতে অখুশি বোর্ড কর্তারা। পাশাপাশি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে গম্ভীর এবং আগারকর কী ভাবছেন, সেটাও তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হবে। এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সময় মাঠের ভিতরে ও বাইরে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দল নির্বাচন এর অন্যতম ইস্যু। সামনেই টি-২০ বিশ্বকাপ। এরপর ওয়ান ডে বিশ্বকাপও রয়েছে। তাই বোর্ড এখনই সব সমস্যা মিটিয়ে নিতে চাইছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, কোচ এবং প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে রোহিত ও বিরাটের দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলেই বোর্ড মনে করছে। দু'তরফে যোগাযোগের অভাব স্পষ্ট। রোহিত ও বিরাটের ফর্মে বোর্ড খুশি। কিন্তু ২০২৭ বিশ্বকাপের দলে তাঁদের রাখা হবে কি না, সেই বিষয়ে গম্ভীর ও আগারকর কী ভাবছেন, সেটা পরিষ্কার নয়। এই বিষয়েও ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।

রায়পুর পৌঁছে গেল ভারত

রায়পুর, ১ ডিসেম্বর : বুধবার রায়পুরে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। রাঁচি থেকে সোমবারই রায়পুরে পৌঁছে গেলেন কে এল রাহুলরা। রাঁচিতে জয়ের পর, চলতি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। রায়পুরে জিততে পারলে, এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলবেন ভারতীয়রা। এদিন তাই রীতিমতো খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে সবাইকে। রাঁচির উইকেটে রানের উৎসব হয়েছে। দুটো দলই সোওয়া তিনশোর বেশি রান তুলেছিল। তাই রায়পুরের ২২ গজ নিয়েও কৌতূহল তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, রায়পুরের পিচে পেসার ও স্পিনারদের জন্য কিছুটা সাহায্য থাকবে। এদিকে, ভারতীয় দলে একটাই পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে রায়পুরে খেলতে পারেন ঋষভ পন্থ।

রো-কো ছাড়া বিশ্বকাপ জিতবে না ভারত:শ্রীকান্ত

চেন্নাই, ১ ডিসেম্বর : রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার দুরন্ত ইনিংসের পর ২০২৭ বিশ্বকাপের দলে দু'জনের জায়গা নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। এমনটাই মনে করছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন তারকা কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত। শুধু তাই নয়, বিরাট ও রোহিতকে ছাড়া ভারতের পক্ষে বিশ্বকাপ জেতাও কার্যত যে সম্ভব নয়, তাও জানিয়ে দিলেন শ্রীকান্ত।

রাঁচিতে ১২০ বলে ১৩৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন কিং কোহলি। ইনিংস সাজানো ১১টি চার ও ৭টি ছক্কায়। রোহিতের ৫১ বলে ৫৭ রানের ইনিংসে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি। এখন মাত্র এক ফর্ম্যাটেই খেলেন রো-কো। রোহিতের বয়স ৩৮ এবং বিরাটের ৩৭। শ্রীকান্ত স্পষ্ট করে দিলেন, দুই 'বৃদ্ধ' ক্রিকেটারকে ছাড়া ভারতের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া খুবই কঠিন।

'৮৩-র বিশ্বজয়ী তারকা বলেন, রোহিত ও বিরাট এক ফর্ম্যাটে খেলায় নিজেদের ফিটনেসে নজর দিচ্ছে। পরিশ্রম করছে। কেরিয়ারে এই পর্যায়ে এসে মানসিকতা একইরকম রাখা সবসময় সহজ নয়। ওরা দিনের পর দিন সেই কাজটাই ঠিকঠাক করে যাচ্ছে। বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের এক ও তিন নম্বর স্থান এখনই নিশ্চিত করে দেওয়া যায়। বিরাট ও রোহিতকে ছাড়া আমরা বিশ্বকাপ জিততে পারব না।

রাঁচিতে বিরাটের ইনিংস দেখে মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন। তিনি বলেছেন, ১৫-১৬ বছরে ৩০০-র উপর ওয়ান ডে খেলে ফেললেও বিরাটের মানসিকতা ও রানের খিদে এখনও ১৭ বছরের কিশোরের মতো।